সন্ধ্যা ও রাত্রি

শ্রীঅজয়েন্দু নারায়ণ রায়

দেশবন্ধু বুক ডিপো
৫৪ এ, বিবেকানন্দ রোড,
কলিকাতা।

মূল্য দেড় টাকা

প্রকাশক—
শ্রীরাধিকাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
দেশবন্ধু বুক ডিপো
৫৪।এ বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা

প্রিণ্টার—
শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ কোঙার
উমাশঙ্কর প্রেস
১২নং গৌরমোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

পিতৃদেবের
শ্রীচরণে

জেমো রাজবাটী
পোঃ কান্দী, মুর্শিদাবাদ
মহালয়া, ১৩৫২

প্রণত —
অজয়েন্দু

সন্ধ্যা ও রাত্রি

[এক]

বেলা তিনটে, -- তখনও পূজা-ঘর থেকে বের হননি ভৈরবনাথ বাবু। এত বেলায় এক গ্লাস জল পর্য্যন্ত মুখে দেওয়ার কথা বলে কার সাধ্য! চাকর-বাকর ব'সে আছে ভয়ে ভয়ে ; কি জানি কখন ডেকে যদি উত্তর না পান। কী হবে -এ পরীক্ষা কখনও ঝি-চাকর নেবার সাহস পায়নি।

এই একটা মানুষের আট জন খানসামা। কাজের মধ্যে কেবল দিনের মধ্যে পাঁচ বার কাপড় ছাড়েন, সেই কাপড়গুলি কুঁচিয়ে ঠিক জায়গায় রাখা। খান আর না খান, তামাক ফরসিতে সেজে উপস্থিত থাকা।

বাবু যার নাম ধ'রে ডাকেন সকলেই জানে যে তৎকালের সে হেড্ খানসামা। হরিচরণের নাম ধ'রে ডেকে বাবু ঘর থেকে বের হ'লেন। ডাকা কিন্তু হ'ল সকলকেই। হরিচরণকে বড় আসতে হয় না। সে কেবল বন্দোবস্তের মালিক। একজন এসে কোঁচান কাপড় খুলে পর্দ্দার মত ধ'রে মুখ নামিয়ে দাঁড়ালো। বাবু আহ্নিকের কাপড়খানা যথাস্থানে রেখে পিছু দিকে হাত বাড়িয়ে কাপড় খান ধ'রে নিলেন।

চোখের দিকে তাকায় কার সাধ্য, যেন রক্ত জবা! চারিদিক একবার নজর ক'রে, খড়ম পায়ে দিয়ে রওনা হ'লেন অন্দর মহল্লায়। মুখে কারও কথা নাই। ছাদের এক প্রান্ত থেকে নজর পড়ে আফিস ঘর। সেই খানে দৃষ্টি দিতেই একের পর এক আমলা সব দাঁড়িয়ে পড়লো নমস্কার

দিয়ে। সিপাহীরা ঠিক জানে বাবুর অন্দর যাবার সময়। শ্রেণীবদ্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত তুল্লো। সিপাহীদের মধ্যে সব কয়জনই পশ্চিম দেশীয়। বাবুর খড়মের শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতে রাম নামের স্রোত ব'য়ে চ'ল্লো।

বাড়ীর ভেতর সবাই বসে থাকে ভয়ে ভয়ে -- ভৈরবনাথের মা পর্য্যন্ত। ছেলের পেটে দু' চারটে দানা না পড়া অবধি কোন কথা বলার সাহস রাখেন না। কটু কথা কার ইচ্ছা শুনতে বলুন ত! আজ কিন্তু উল্টো হ'লো। মায়ের পায়ে নিত্যিকারের মত হাত দিয়ে উঠতেই মা চোখের জল ফেলে বলে উঠলেন, --

"আমাদের মাটিতে গোহত্যা হ'ল! আমি বেঁচে থাকতে!

লোকে বলে ভৈরবনাথ দিনে লোকের মাথা কাটচে, কেবল মায়ের আশীর্ব্বাদে।

—"মা! তুমি কার কাছ থেকে শুনলে! আমাকে ত কেউ বলেনি।"

—"তোর সঙ্গে কেও ভয়ে কথা কইতে পারে?"

মায়ের কথা শেষ না হ'তেই ভৈরব বাবু প্রশ্ন করলেন —"তার নাম কি মা? এ কাণ্ড কোন্ গ্রামে হ'ল?"

মায়ের চোখের জল তখনও থামে নি।

—"আমাদের এই পাশের গ্রামেই। সেই ব্যাটা কানাই পালিতের কাজ শুন্‌লাম। সে তোর মামার কাজের-দাগা ষাঁড়টাকে খুঁচিয়ে মেরে ফেলেছে।"

সাত ক্রোশের মধ্যে কারও মাটি নাই। একজন সরিকও নাই যে গণ্ডগোল পাকায়। তখন ঘড়িতে ঠিক চারটে বেজেছে। ভৈরবনাথ প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরুলেন, —"মা, এর প্রতিকার যদি করতে পারি তবেই জল গ্রহণ করবো।"

কারও সাধ্য নাই তাকে ফিরিয়ে এনে এক গ্লাস জল খাওয়ায়। তরঙ্গ-

সঙ্কুল ভৈরব তখন ছুটচে জলধিতে মেশবার জন্য। স্ত্রীর বয়স কম নয়। তার বড় মেয়ের ছেলে হ'য়েচে। সেও একটা কথা বলার সাহস রাখে না। ভাবলে আপন মনেই, আজ কী অনর্থই না হয়! দুই হাত মাথায় ঠেকিয়ে চোখ বুজলো। কথায় বলে না বারো মাসে তের পার্ব্বণ। বাগান থেকে ফুল তু'লে মালা গেঁথে রাখে তার জ্যান্ত দেবতার গলায় পরিয়ে দেবার জন্য। ভাবলে, বুঝি বা আজ সে মালা যাবে শুকিয়ে। স্থির থাক্‌তে পারলে না এই ভেবে কখন তাঁর খাওয়া হবে আজ।

হঠাৎ মধ্য পথে রামায়ণ গান গেল থেমে। সিপাহীরা সেলাম দিয়ে বললো,—"হুকুম দিজিয়ে হুজুর।"

—"আমি বেঁচে থাকতে আমার মামার কাজের-দাগা ষাঁড়টা কানাই পালিত হত্যা ক'রলো। তার ফসল নষ্ট যদি ক'রেই থাকে আমাক জানাতে পারলে না কেন? কোন লোক এমন বলতে পারে যে আমার দ্বারা কারও ক্ষতি হয়েছে!"

এক বাক্যে সিপাহীরা থেকে আমলারা পর্য্যন্ত উপর দিকে চেয়ে বল্‌লো; "না হুজুর! কখন না। সে দিনই ত নালিশ করতে এসে একজন প্রজা ফসলের দামের তিন গুণ নিয়ে গিয়েছিল।"

"আমি বাজে কথা চাই না শুন্‌তে। আমি তার রক্ত চাই।"

ঘাড় থেকে তোয়ালে ফেলে দিয়ে ঘোষণা করলেন বজ্রনির্ঘোষে—"অত বড় মহা পাপীর রক্ত না দেখে আমি জল গ্রহণ ক'রবো না। হাজার টাকা পুরস্কার দেবো কাজ সেরে আসতে পারলে। সূর্য্যাস্তের আগে কানাই পালিতের রক্ত দেখতে চাই।"

ঠাকুর দালানে সানাইএর আলাপ চ'লছিল পূরবী রাগিনী। নিত্যিকারের জিনিষ, তাই শ্রোতা নাই। আকাশে, বাতাসে সুরের মাতামতি, এমন সময় মংরু রায়, রক্তে রাঙা তোয়ালে খানা এনে হাজির।

হাজার টাকার তোড়া মংকুর হাতে দিয়ে তোয়ালেখান মায়ের পায়ে ডালি দিলেন।

যেমন মা তার তেমনি সন্তান। হাজার হ'লেও মেয়েমানুষ, তাঁর চোখেও যদি একটু জল পড়ে। রাগের বশে ভুলে গিয়েছিলেন, গভর্ণমেণ্ট ব'লে একটা কিছু আছে দেশে। এক মাইলের বেশী হবে না এখান থেকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী কোর্ট। এস্-ডি-ও ত একটার পর একটা বিরুদ্ধাচরণ ক'রেই চলেচে! ঠিক যেমন অন্ধকারের পর চাঁদ।

এক রকম হিমসিম খেয়ে খালাস পেলেন ভৈরবনাথ বাবু। একটা নামজাদা লোকের বাড়ীতে দিন-দুপুরে সিপাহী বরকন্দাজ পাঠিয়ে খুন-জখম করা কম ব্যাপার নয়! কোলকাতার প্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার দিনে দু'টী হাজার টাকা ক'রে বুঝে নিয়ে মফঃস্বলের উকিলদের সঙ্গে হাকিমকেও বোকা বানিয়ে গেলেন। জানলে সকলে ফৌজদারী মামলায় পয়সা থাকলে হয়না কিছু।

[দুই]

ভৈরব বাবুর গুণই বলুন আর নাই বলুন, স্বজাতীয় প্রীতি আছে। ষ্টেটের বেশীর ভাগ লোকই তাঁর স্বজাতি। অবশ্য অন্য লোকে বলে এ কালে এটা নিতান্ত ক্ষুদ্রত্ব। নায়েব-দেওয়ানের নাম হরেন বাবু, এক রকম তিনিই মালিক। দেওয়ান সাহেব শুধু নামে মাত্র। তিনি বাবুর পরম আত্মীয়; তাই চাকরি দিয়ে কিছু দেওয়া।

হরেন বাবুর ভাইপো হঠাৎ এসে চাকরী ক'রবে বলে হাজির। হরেন বাবু কখনও চোখেও দেখেননি বাড়ীতে কা'র কটা ছেলে। ব'লতে গেলে গোলে পড়ে যান। বিশেষ এ তো দূর সম্পর্কের। পেটের ধান্দায় কে কোথায় পড়ে। বংশের ছেলে চেহারা দেখলে বেশ চেনা যায়। ঠিক দেখে মনে হ'চ্চে যেন বিশ বাইশ বছর আগকার হরেন বাবু। লম্বা দোহারা শরীর, রঙ খুব ফর্সা, উঁচু নাক। নাকের আগালে একটু বাঁক,—এটা এই বংশের ধারা। এমন মুস্কিলে হরেন বাবু কখনো পড়েননি। এতো জায়গা থাকতে এখানে চাকরি ক'রতে আসার কি দরকার! একে নিজের লোকের সম্বন্ধে বলা কত কঠিন, তাতে যদি কিছু ক'রে বসে। তিনি ভাবচেন শেষটায় ছেলেদের পাল্লায় পড়ে খাওয়া অভাবে মারা যেতে না হয়। যদিও তিন পুরুষ বসে খেলেও খাবারের চিন্তা ক'বতে হবে না, এমন অবস্থা গ'ড়ে তুলেচেন।

মনিবকে তো চেনে না। দুলাল ব'লচে—"আজই চলুন। মানুষকে এত ভয় করেন কেন কাকাবাবু?"

হরেন বাবু তাঁর ভাইপোকে সাত দিন 'রিহার্সাল' দিয়ে চলেছেন। —"না ব'ললে যেন চেয়ারে ব'সো না। জিজ্ঞাসা না ক'রলে যেন কিছু উত্তর

ক'রো না। বাড়ী ঘর দোর দেখে যেন অবাক হবে। কথা ব'লবার সময় যেন আর কারও দিকে 'এটেন্‌শান্' দেবে না। ফ্যাসান-দোরস্ত হ'য়ে মোটেই যাওয়া হবে না।"

"কাকাবাবু! দোহাই আপনার! আর শুনতে পারচি না, একবার নিয়ে চলুন। আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকবো। দেখবেন, ব'লে রাখচি, আমার উপর রাগ ক'রবেন না তিনি।"

কি করেন, দিন-ক্ষণ দেখে, দুর্গানাম জপ ক'রতে ক'রতে হাজির হলেন ভাইপোকে নিয়ে। বেলা তখন অপরাহ্ণ, কেবল আহার সেরে সদর ঘরে ফরসির নল মুখে দিয়ে টানচেন, এমন সময় সংবাদ পেলেন,—নায়েব-দেওয়ান একজন ভদ্রলোককে নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে চান। বাবু হুকুম দিলেন নায়েব-দেওয়ানকে কেবল আসার।

হরেন বাবু ভয়ে জড়ো সড়ো। বিশেষ আজ প্রার্থী। দুলালের মাথা গেল বিগড়ে। কী! আমি চোরের মত একা থাকবো দাঁড়িয়ে, থাক তোর বাবু! পর্দ্দা ঠেলে ঘরে এসে হাজির। এতদিনের উপদেশ পড়ে রইলো মধ্য মাঠে। কাকার মুখের কথা র'য়ে গেল মুখেই।

বাবু বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে ব'ললেন,—"তোমার কি কাজ?"

"আমি আপনার এখানে কাজে ক'রবো, সেই জন্য কাকাকে নিয়ে এসেছি আমার সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য।"

—কথার মধ্যে এতটুকু যদি থাকে জড়তা। হরেন বাবু ভাবেন ছেলেটা বলে কী!

ভৈরব বাবুর মুখে হঠাৎ হাসি দেখা গেল। তিনি জানতে দিতে রাজী নন।

—"আচ্ছা! তোমার কাকার সঙ্গে কথা হবে। কাজ না থাকেত, যাও এখন।"

কলেজে পাশ করা ছেলে দুলাল, সেও বুঝলে মানুষটা আচ্ছা রাশভারি। ব'ললে —"আমার আরও দু'চারটে কথা আছে।"

এক কথায় সারলেন,—"বল।"

"আপনার এখানে বাসা ক'রবো ব'লে একবারে প্রস্তুত হ'য়ে এসেছি। আপনার অনেক জমি আছে। আমাকে কিছু বন্দোবস্ত ক'রে দিন। যেমন আপনাদের নিয়ম। এই নিন পাঁচ হাজার টাকা। এক হাজার টাকা কেবল রইলো আমার কাছে একখানা যেমন তেমন বাড়ী ক'রবার জন্য।"

ঘর-গৃহস্থালীর কথা কইবার লোক যেন দুলাল আর কাউকে পেল না। সত্য কথা ব'লতে কি হরেন বাবুও জানতেন না ছেলেটার পেটে এতো আছে! জমি জমার কথা তুলে অপ্রস্তুত করতে চায় তাকে। যেখানে চাকরী করতে হয় সেখানে নিজের নামে সম্পত্তি রাখা কখনও চলে! এ সংবাদ রাখেন দেওয়ানজি।

বাবু এবার হাসলেন, ঠিক আদেশের সুরে নয়, বললেন,—"তুমি এখন যাও। টাকা আমার কাছেই রইলো। আমি পরে যা হয় জানাব।"

ছোট্ট নমস্কার করে বের হবে, এমন সময় আবার ডাক পড়লো বাবুর। মাথা উঁচু করে ফিরে দাঁড়ালো। জানতে চাইলো,—কী, বলচেন?"

"—সত্যি বলতো ছোকরা, তুমি টাকা কোথা থেকে পেলে? কে তোমাকে বুদ্ধি দিলে?"

হরেন বাবুর মুখ তখন শুকিয়ে আমসি। দুর্গানাম জপ করছেন;—কী না বলে বসে ছোঁড়াটা।

দুলাল জবাব দিল চড়া সুরে,—"মানুষে কখন মিথ্যা কথা বলে! কারও ধার-করা বুদ্ধি নিয়ে দুলাল চলে না। আমি নিজে ভেবে ঠিক করেছি, "তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।" এ যুগে আমি বাংলার ছেলেদের দেখাতে

চাই—প্রকৃত উন্নতি করতে হ'লে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ ক'রতে হবে। কাকা আপনাকে বড় ভয় করেন। এ শুনলে তিনি আপনার কাছে আসতেই দিতেন না।

এবারও বাবুর হাসি মিলিয়ে গেল মধ্য পথে।—"আর টাকা কৈ তোমার ?"

"কাজে নামলে কখন টাকার অভাব হয়! এই আপনার কাছে চাকরী করবো সে টাকা ত—"

কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই বললেন,—"আচ্ছা চাকরী পাবে এখন যাও।"

নায়েব-দেওয়ানের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো।

[তিন]

ছেলে যাকে ব'লতে হয় তুখোড়। বাবুর সামনে সমান টেক্কা দিয়ে কথা বল্লো। সাহসকে বলিহারি দিতে হয়!

সকালে উঠে এসেই বাবুর ডাক পড়লো। দুলাল এসে হাজির।

"—তুমি রাইজিদের বাড়ী পাহারা দেবে। সিপাহীরা থাকবে, তা সত্ত্বেও তুমি নজর রাখবে সে বাড়ীতে যেন অন্য লোক কেউ না ঢোকে। বিশেষ ওদের বাড়ীর একটী মেয়ের নাম সন্ধ্যা। তার উপর নজর রাখবার জন্যেই পাঠান। বাড়ীর লোক তাকে নিয়ে যেন পালিয়ে যেতে না পারে।"

দুলাল অবাক! এ কাজের জন্যে ত সে চাকরী স্বীকার করেনি। কী করে! অগত্যা রওনা হ'ল। প্রকৃত কথা ব'লতে কি- দুলালের

মনিব পছন্দ হ'লেও আদেশটা ঠেকলো বেসুরো। দেশের লোক বাবুর বিরুদ্ধে এতকাল যায়নি। সাক্ষীর জোরেই তিনি বেঁচে গেছেন বরাবর। সেবার যে একটা জলজ্যান্ত লোকের মাথা কেটেছিলেন, তাও বেঁচে গিয়েছিলেন লোকের সহানুভূতির জোরেই। সেবারও সাক্ষীর নড়চড় ক'রেছিল নিজেরাই। এবার কিন্তু যাকে বলে ধর্ম্মঘট। কতদিন ভয়ে ভয়ে শাসন মেনে মানুষ একটানা পারে চ'লতে।

এস্-ডি-ও নয়; একবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত। পুলিশ, এস্-ডি-ও এক হ'য়ে বললেন,—"এমন অনাচার ব্রিটিশ রাজ্যে দেখা দূরের কথা, শোনাও যায় না।"

দুলালকে বাবু জামিনে খালাস ক'রলেন। শেষকালে বাবুর উপর হুকুম হ'ল কোর্টে হাজির হ'তে হবে। এতকাল সিপাহীরাই কোর্টে দাঁড়িয়েচে। বাবুকে সাহস পায়নি আসামী ক'রতে সাক্ষীর ভয়ে। আজকে তার অভাব নাই। জীবনে যা শোনেনি কেউ, আজ প্রত্যক্ষ দেখলে। বাবু ভয়ে আত্মগোপন ক'রে আছেন। সমন এসে ফিরে যায়।

দেশের লোক আজ বাবুর বাড়ীর দরজায় ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে। শুন্‌লাম না কি মালক্রোক হবে ফৌজদারী কোর্টে হাজির না হওয়ায়। নাজির পুলিশ সঙ্গে নিয়ে এসে দেখে বাড়ীর দরজায় তালা লাগান। তালা খোলার পার্মিশন আছে নাজিরের। প্রতিদিন যে পরিষ্কার করে সিংহের খাঁচা, তারও বুক কাঁপে অতি সাবধানে খাঁচার দরজা খুলে খাবার জিনিষ দেবার সময়েও। ভয়ে ভয়ে কাজ চ'লচে যন্ত্র চালিতের মতো। দু'চার ঘা কুলুপে দিতেই মাথায় প'ড়লো দশ পাঁচটা লাঠির আঘাত। নাজিরের মাথায় রক্ত গঙ্গা।

গভর্ণমেণ্ট বাদী হয়ে তুমুল তুমুরুদ্দি মামলা। মূল মামলার হাইকোর্ট ক'রবো ব'লে সময় নেওয়া হ'ল। ইচ্ছা এ হাকিমের কাছে মামলা না

করা। ও দিকে যথেষ্ট খরচ ক'রে তদ্বির চ'লেচে যাতে হাকিম বদল হ'য়ে যায়।

যাকে বলে পড়তা। চাপরাসি, আমলা মার খাওয়ার পর চাকা গেল ঘুরে। দেশের লোক হতভম্ব। সকলের মুখে এক কথা,—"বাবা! বাবুর সাথে লেগে পার আছে! কে সাক্ষী দেবে বাবা! দু' দিন পরে সব চুকে গেলে আমাদের মাথা থাকবে?"

তুমুরুদ্দি মামলা সাক্ষী অভাবে অচল। দুলাল যথামত ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়ে আবার হাজির। সকলে অবাক্! বাবু এর মধ্যেই জোড় ধ'রলেন কি ক'রে। পুলিশ সংবাদ পেয়েও জবাব দিল স্পষ্ট ভাষায়- "শালারা মরে গেলেও আর যায়! শেষটায় সাক্ষী দেবে না। সত্যবাদী হবেন এক এক জন।" দেশের লোক নিল অন্য ভাবে।—বাবুর ভয়ে বাছাধনেরা পাশ নিয়েচেন। নিজের দোষ কেউ সহজে দেখ্‌তে চায়!

সন্ধ্যা এই গ্রামেরই মেয়ে। মাথায় কাপড় দেয় না। সারা গ্রামে বেড়ায় টো টো ক'রে। মাত্র এই কয়দিনে সে মন-মরা! ঘর হ'তে বের হবারই ইচ্ছা করে না। বিধবা কি সধবা বোঝবার উপায় নাই। রঙ-বেরঙের কাপড়-সায়া হরদম বদল হচ্চে। বয়স আঠার উনিশের কম ত' নয়ই; যাকে বলে রূপের ডালি। একদিন হাসির ছলে ব'লেছিল এক জন, তোর জন্তেই চাঁদ সদাগর এক জাহাজ রূপ এনেছিল। দুলালকে সে চেনে, দেখেচে কতবার। আজ লজ্জার বাঁধ সরিয়ে রেখে প্রশ্ন ক'রলো,—

"আবার যে দেখচি বাবুকে?"

দুলালের মুখে কথা স'রলো না। সন্ধ্যা তার হুঁস করিয়ে দিলে উচ্চ হেসে,—"বাবুর লজ্জা করে না চৌকি দিতে। গরীব ব'লেই আমরা

চিরকাল সহ্য ক'রেই যাবো। আপনি ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে এ কাজ বেছে নিলেন কেন ?”

রাগে, দুঃখে তখন সন্ধ্যা জ্ঞান হারা। মুখের রাখ ঢাক নাই। সন্ধ্যার বাবা ছুটে এসে দুলালের হাত দুটো ধরে ব'ললে—“বাবা, তুমি মেয়ের কথায় রাগ ক'রো না। ও পাগলী। বাবুর আমরা সাত পুরুষ খেয়ে মানুষ।”

রাগ করার মত কিছু শোনেনি দুলাল। যথার্থ কথা বলেচে সে। ব্রাহ্মণ যখন বুঝলে তার মেয়ের কথায় রাগ করেনি ভদ্রলোক, তখন চ'লে গেল আপন কাজে, ব'লে গেল—“বাবা! তুমি নিজের ছেলের মত ঘরেই এসে বোসো না।”

দুলাল মাটির দিকে মুখ ক'রে ব'ললে—“আমাকে যদি বিশ্বাস করেন তবে শুনুন, আমি এ কাজ স্বেচ্ছায় নিতে যাইনি। বাবুর হুকুমে আসতে বাধ্য হয়েচি। এখনও আমি বুঝতে পারচি না, এ কাজ ক'রবার জন্য তাঁর এত জেদই বা কেন ? এতদিন আমার ধারণা ছিল—বাবু লোকটা মন্দ নয়। সত্যি আপনি বলুন তো প্রকৃত ঘটনাটা কী ?”

লজ্জায় সন্ধ্যা পারলো না তাকাতে। ঠিক সেই সময় বাড়ীর ভেতর থেকে তার মা বেরিয়ে এসে বললে জোর গলায়,—“হতভাগী, তোর গলায় দড়ি জোটে না! এততেও তোর হুঁস হ'ল না।”

সন্ধ্যা ভাব দেখালে তার মা যেন পাগলী। কিছুই যেন শোনেনি এমনি ভাবে বললে—“আর কতক্ষণ থাকবেন আপনি এমনি দাঁড়িয়ে, বাড়ীর ভেতর আসুন না।” মাকে লক্ষ্য করে ব'ললে,—“বাবুর লোককে আদর করে বসালে ত ক্ষয়ে যাবে না। তখন আবার ভয়ে কাঁদতে বসবে। বাবুকে চেনো ত ?”

মা হঠাৎ ভাল মানুষটি হ'য়ে গেলেন,—“এসো বাছা বাড়ীর ভেতর।

বাবুকে বুঝিয়ে ব'লো আমাদের দোষ নাই। পাঁচ জন লোকে উস্‌কিয়ে দিয়ে আমাদিগকে এমন করিয়েচে। ভেতরে লোক না থাকলে আমাদের পুলিশ ডাকার সাহস হয়! তুমি বাবুকে সব বুঝিয়ে ব'লো বাবা।"

সন্ধ্যার চোখ পানে চেয়ে হেসে উঠলো দুলাল।

[চার]

ভৈরব বাবু ইজি চেয়ারে শুয়ে আছেন, তাঁর মেয়ে মাথায় হাওয়া দিচ্ছে খসখসের একখানা ছোট্ট পাখা হাতে নিয়ে। অন্য লোক কেও নাই। দুলাল এসে হাজির। সে না পারে আগাতে, না পারে পিছিয়ে যেতে। এ জানলে সে কি আসতো ছাই! বাবুর হয় তো চোখ লেগেচে একটু, সেই জন্য আছেন চুপ ক'রে। মেয়েটি বেশ স্পষ্ট ভাষায় ব'ললো' "এখন কেন এলে?" বাবু চোখ খুলে বললেন,—"আমি আসতে ব'লেচি। তুমি যাও মা; আমার কথা আছে।"

বাবার রক্ত তার শিরায় শিরায় প্রবাহিত। চলে গেল যেন একটা বিদ্যুতের ঝল্‌কা।

ভারী গম্ভীরকণ্ঠে বাবু জানতে চাইলেন,—"তুমি ওদের বাড়ী গিয়ে হাসি পরিহাস করতে আরম্ভ করলে কেন?" দুলাল রাগে, দুঃখে ঘেমে অস্থির। আপন মনেই গুমরে মরতে লাগলো। বাবু সেই স্বর বজায় রেখেই বল্লেন,—"দেখ আমি সব চেয়ে ঘৃণা করি সেই সব লোককে যারা স্ত্রীলোকের সম্মান রাখতে জানে না। সর্ব্বদা মনে রাখবে পুরুষ জাতি স্ত্রীলোকের উচ্ছৃঙ্খলতার সহায়ক নয়।"

দুলালের নানা কথা মনের ভেতর এসে জড়ো হ'লো। বাড়ী থেকে

বাবার সাথে বিবাদ ক'রে বেরিয়ে এসেচে। প্রতিজ্ঞা ক'রেছিল নিজের মত আর জাহির করবে না। এ যে অসহ্য! পয়সা আর ক্ষমতা যাদের আছে বাছাই করা সুন্দর সুন্দর মেয়েগুলোকে পর্য্যন্ত গুদামজাত ক'রে এক জায়গায় জড়ো ক'রে রাখবে নিজেদের ভো..র জন্য। সব চেয়ে আশ্চর্য্য, কথা বলার সময় উদারতা দেখে কে? চুপ ক'রে থাকতে দেখে বাবু বললেন" —"তুমি ছেলেমানুষ, আর যেন কখনো শুনতে না পাই।"

চুপ ক'রে থাকতে পারলো না দুলাল। ছেলেমানুষ যেমন আব্দার করে বলে, তেমনি সুরে ব'ললে,—"আমাকে দিয়ে এ পাহারা দেওয়ানর কি মানে আমি নিজে বুঝতে পারচি না। কেন যে এ কাজ করা হচ্ছে এটাও আমার জানার দরকার।"

বাবু নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, -"আর দ্বিতীয় দিন যেন তোমার মুখ থেকে এমন ধারা কথা শুনতে না পাই।"

দুলালের ইচ্ছা হ'লো এখুনি একবার এমনি ধারা কথা বলেই দেখে, কী হয়! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর সাহস হ'লনা। মুখের কথা রয়ে গেল মুখেই। ভৈরবনাথ বাবু ঘুম ভাঙান স্বরে বললেন, —"আগামী কাল যেন সন্ধ্যা ঠিক থাকে, আমি ঠিক সময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকবো। তার মা-বাপের চেয়ে আমি বেশী চিন্তা করি, এটাও জানিয়ে দিও।"

দুলালের মাথা ঘুরে গেল। এত মামলা মোকর্দ্দমা, বাবু নিয়ে চললেন তার মূল আসামীকেই। রাগ প'ড়লো দুলালের সন্ধ্যার বাবার উপর,—সে কি মানুষ! তার লজ্জা করে না!—লোকে বলবে কী, এ জ্ঞানও নাই। ব্যাটার আবার ব'লে আসা হয়েচে বাবুকে, আমার মেয়ের উপর আপনার লোকের নজর পড়েচে,-রং তামাসার কথা কইচে। ওরে আমার সতী রে! আজ ত আর বোঝার বাকী নাই। বাবুর বিশেষ আদেশ না থাকলে সে নিশ্চয়ই যেতো না। পরের চাকর,---কী করে!

সন্ধ্যাকে দেখে দুলালের ভেতরটা ধক্ করে উঠলো। মুখস্থ বলার মত বাবুর উক্তি আবৃত্তি করে গেল। নিজের কথার মধ্যে কেবল ছোট একটু খানি ব'ললো,—"তা হ'লে আসি।"

থাকতে না ব'লে সন্ধ্যা শুধু চোখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাথা নামালো। যেন সে কত অপরাধী। নীরব ভাষায় তাদের আলাপ শেষ হ'ল, যেন আগেকার কালের কথা –না-বলা-চলচ্চিত্র।

দুইজন খানসামা, দুইজন দারোয়ান, একজন চোপদার চাঁদির হুদো হাতে নিয়ে, একজন পশ্চিম দেশীয় পাচক ব্রাহ্মণও চলেছে সাথে সাথে। ষোলজন বেহারা হরেক রকম বুলি উচ্চারণ ক'রে এসে ঢুকলো ষ্টেশনে। মাষ্টারের আগে থেকেই জানা ছিল বাবু আসবেন। আশ-পাশের লোক ভীড় করে দাঁড়িয়েছে বাবুকে দেখবার জন্য। সাধারণ লোকে তাঁর দেখাই পায় না। সিপাহীরা লোক সরিয়ে নিয়ে গেল 'ওয়েটিং রুমে'। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন চেয়ার, নিজের রুমাল দিয়ে একবার ঝেড়ে দিলেন মাষ্টার বাবু নিজের হাতে। পূজার সময় 'ষ্টেশন ষ্টাফ' কাপড়, চাদর পায় ঠিকমত। কালে ভদ্রে বাবু যদি ষ্টেশনে আসেন কোথাও যাবার জন্য বখ্‌শিস মেলে দশ টাকার কম নয়। লোকে গল্প করে বলে --বাবুর জন্য বাড়তি তিন মিনিট গাড়ী দাঁড়ায়। চীৎকার ক'রে মাষ্টার বাবু হুকুম দিলেন তাঁর জমাদারকে,—"এই বাহারসে পাঙ্খা খিচো।"

রৌদ্রে আসতে বাবুর ঘাম বেরিয়ে গেছে। ভিতরে এসে দেখেন এক-জন 'আপটুডেট্' বাবু দিব্বি সাজ পোষাক ক'রে ব'সে খবরের কাগজ পড়চেন। এতবড় যে হুলস্থুল, --লোকটার খেয়ালেই আসেনি। ষ্টেশন

মাষ্টারের আজ যেন দুই-এর-বার। সে লোকটারও খাতির না ক'রে পার-চেননা, — সে এখান কার এস্-ডি ও। মাষ্টার বাবু দুই জনের পরিচয় করিয়ে দিতেই মফঃস্বলের দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা উঠে এসে অভিবাদন করলেন। বাবু বক্রদৃষ্টিতে চেয়ে হাত একখান বুকের কাছ পর্যন্ত তুললেন মাত্র; আসামীকে আজ হাতের গোড়ায় পেয়ে, তিনি সংযত করতে পারলেন না জিহ্বাকে—প্রশ্ন করলেন ভৈরব বাবুকে,—"আচ্ছা, গভর্ণমেণ্টের কোর্ট—সেখানে গেলে আপনার কী ক্ষতি হ'ত? আমরা কখন অন্যায় ধারণা পোষণ ক'রে লোকের ক্ষতি করি, ভদ্রলোকের অপমান করি, এ ধারণা আপনার কেন হ'ল? দেখুন এটা কোর্টের বাহির। আমাদের ফ্র্যাঙ্ক টক্ হওয়ার দরকার।"

বাবু সব কটা কথার উত্তর এক কথায় সারলেন,—"আমার বাধা ছিল।"

হাকিম বাবুও ছাড়বার পাত্র নন, প্রশ্ন করলেন,—"আমার জানার কি বাধা আছে?"

"নিশ্চয়! না হ'লে আমার বলতে বাধা কি! দেখুন, হাকিম বাবু! আমি নিজের জন্য কখনো বিপদে পড়িনি জীবনে। কী করবো, বড় ঘরে জন্ম নিয়েচি নিজের ইচ্ছায় নয়। ঝুঁকিও বড় বড় আসবে, এ ভেবেও কোন লাভ নাই। আপনারা বাইরে থেকে আমার সম্বন্ধে অনেক শোনেন। আমি ত আর ব'লে বেড়াতে পারি না—'আমি ভাল, আমি ভাল।' সময় হয় ত এক দিন জানিয়ে দেবে প্রকৃত ঘটনা।"

হাকিম সাহেবের কৌতূহল বেড়ে উঠলো। থাকতে না পেরে পুনরায় প্রশ্ন ক'রলেন,—"একটুও কি জানতে পারি না?"

ভৈরব বাবু দুটো কথায় জবাব সারলেন,—বলবার হ'লে আগেই ব'লতাম। আমার নিজের চেয়ে পরের মর্য্যাদা জড়িয়ে আছে এতে—"

পশ্চিমগামী ট্রেণ এসে হাজির হ'ল। সদলবলে রওনা হ'লেন বাবু কাশীধামে। মেয়েদের কামরায় ডুলিতে ক'রে একটা সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে একজন বয়স্থা মেয়ে উঠলো।

হাকিম বাবুর চোখে তেজ আছে। নিজের চোখে দেখলেন বাদিনীকে নিয়ে তাঁর আসামী ফেরার। মামলা তখনও চলচে ঝিমিয়ে। মামলার দিন সিভিল সার্জ্জেনের সার্টিফিকেট পেলেন বদলীর। এক মাস পর মামলার দিন প'ড়লো। সাক্ষী অভাবে মামলা চললো না। এক মাস পরে যে দেখে সন্ধ্যাকে সে আর চিনতে পারে না। রূপের জোয়ারে ভাটা নয়, দস্তুর মত চড়া। হাকিমও ভাবলেন,—তাই ত!

পাঁচ

বাবুর বাড়ীতে মহা ধুম ধাম। ছোট মেয়ের বিয়ে। অনেক দিন থেকে যে পাত্রের সঙ্গে কথা চলছিল, সে বিয়ে গেল ভেঙে। আগে থেকে কথার কোন দাম থাকে না; বিশেষ, বিয়ের ব্যাপারে। এবারে যে, সে না কি আরও বড়লোক। যারা গিয়েছিল পাত্র দেখতে, এসে ব'ললে,—আচ্ছা বড়লোক বটে! আমাদের বাবুকেও সাত হাটে কেনা-বেচা ক'রতে পারে।

বরযাত্রী আসবে শুনলাম এক হাজার। হাঙ্গামার ত' অন্ত নাই। এই বাবুদি'কেই তু' হাজার টাকা আগাম পাঠিয়ে দিয়েচেন ও-পক্ষ, প্রোসেসনের বন্দোবস্ত করবার জন্য। হাজার হ'লেও বিদেশী। শেষটায় শোনা গেল ও-পক্ষের কুমার সাহেব নিজেই আসচেন। তিনিই পাত্রের বাবা। আগে থেকেই ঢেড্‌রা পিটিয়ে ঘোষণা করা হ'য়েচে, কুমার সাহেবের তরফ থেকে নগদ টাকা ও কাপড় দান করা হবে হরিজনদেরকে। স্বজাতীয়, ব্রাহ্মণ, কায়স্থদের বাড়ীতে একটা ক'রে তেলে-বোঝাই ঘড়া। চারিদিকে ধন্য ধন্য প'ড়ে গেল।

বিবাহের লগ্ন বারোটায়। কুমার সাহেব নাম্‌বেন বেলা চারটের গাড়ীতে। যথাসময়ে পাত্র পক্ষ ষ্টেশনে নেমে দেখলেন তেমন কোন বন্দোবস্ত নাই। তাঁদের মাথা গরম হ'ল। বিচক্ষণ তু'চার জন লোক বাবুর পক্ষের যারা ছিল, কোন মতে মানিয়ে নিল।

বাবুর বাড়ীর সামনে বিরাট 'প্রসেসন' এসে হাজির। কুমার সাহেব প্রশ্ন ক'রলেন,—"কর্ত্তা কই?" সকলেই মাথা চুলকিয়ে এ-দিক ও-দিক করে। উত্তর আর ঠিক দেয় না। একজন ছোকরা ব'ললে,– "আমাদের বাবু এখানে আসবেন? আপনারা কি পাগল?"

আর যায় কোথা! কুমার সাহেব হুকুম দিলেন,—"কন্যাকর্ত্তার সাথে আলোচনা না হ'লে আমি বাড়ীর ভেতর পা দেবো না।"—বরযাত্রীর দল আগে থেকেই বেগেছিল, তারা বাগ্ মান্‌লো না; ঢুকে পড়লো।

বাবু তখন উপর থেকে সিঁড়িতে পা দিয়েছেন, নূতন কুটুম্বদের মধুর বচন শুনে স্তম্ভিত হ'লেন। শুন্‌তে অভ্যস্ত নন্ বাবু! গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, —"বাঁদরামো করচো কেন তোমরা?

—আর যায় কোথা! সকলেই এক সাথে বলে উঠলো,—"এতক্ষণ করিনি, এইবার করবো।"

ভৈরববাবুর মত লোক কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখবেন! হুকুম দিলেন,—"লাগাও।"

ঠিক যেন দক্ষযজ্ঞ! কুমার সাহেব মাটিতে পড়ে গেলেন লোকের চাপে। তিনি বুঝতে পারলেন না বরযাত্রীদের মার খাওয়ার কারণ। বাবুর বাড়ীর দরজা বন্ধ হ'ল।

হাতী, ঘোড়া, নাচওয়ালী, ভদ্রলোকের শ্রেণী ফিরে চল্লো হাত কামড়িয়ে! প্রতিশোধ নিতে পেলো না, এই আপশোষ রয়ে গেল।

কুমার সাহেব ষ্টেশনে গিয়েও পিছু ফিরে দেখেন, কন্যাপক্ষের কেও এলো কি না খোসামোদ করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। দেশে গিয়েই বা বলবে কি! এ যে নিতান্ত ছেলেমানুষি। তিনি বুঝতেই পারলেন না দোষটা কোন্ জায়গায়। ট্রেণ আসতে বেশী বিলম্ব হ'লনা। কুমার সাহেব কেবল ট্রেনে উঠেছেন, এমন সময় একজন বরযাত্রী পিছু পড়ে ছিল সে ছুটতে ছুটতে এসে সংবাদ দিল,—"মেয়ের পাত্র স্থির পূর্ব্ব থেকেই ছিল। আমাদেরকে কেবল অপমান করতে নিয়ে আসা।"—কুমার সাহেবের মন ভাল ছিলনা; দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইলেন। একজন প্রশ্ন করলো—"কে হে সে ভাগ্যবান পাত্রটি?"—"বাবুদেরই কোন্ কর্ম্মচারীর ছেলে শুন্লাম।"

ট্রেণ ছুটলো রাগে গর্জ্জন ক'রতে ক'রতে।

কথাটা মিথ্যা নয়। ছোকরা ঠিকই দেখে এসেছিল। শেষটা না দেখে হুজুগ ক'রে পালিয়ে যাওয়ার লোক সে নয়। নিশ্চয় সে লোকটা খবরের কাগজে রিপোর্টারের কাজ নিলে এতদিন তাকে লুফে নিত।

কর্ম্মচারীর ছেলে আর কেও নয়, আমাদের দুলাল। বাড়ীতে তখন কাঁদাকাটি। বাবুর চোখ কপালে। কেও ভেবে কুল পায় না। শেষটায়

মেয়েটার জাতি যাবে। এমন সময় সবার চোখ পড়লো নায়েব-দেওয়ানের ভাইপোর উপর। সে ত স্বজাতি বটে! বিশেষ ছেলেটি খুব উৎসাহী। ভবিষ্যৎ তার উজ্জ্বল সকলকেই লক্ষ্য ক'রলো। এমন সুন্দর ছেলে এত কাছে আছে,—আগে যদি কারও খেয়ালে ছিল? একটা কথায় আছে না,—'ঠেলায় পড়লে ঢেলায় দণ্ডবৎ।' চারিদিক থেকে সকলের পছন্দ হ'য়ে গেল। এমন কি বাবুও সম্মতি দিলেন। বাবু একবার মাত্র প্রশ্ন ক'রলেন,—"তুমি বিয়ে করনি ত দুলাল?"

সে মাথা নেড়ে "না" ব'ললে। কলের পুতুলের মত আসনে গিয়ে ব'সলো। তার একটা নিজস্ব মতবাদ আছে, সে সংবাদ নেওয়া কেও উচিত বোধই ক'রলো না। গরজ বড় বালাই। সেই বা কোন্ হিসাবে রাজি হ'তে গেল। এতদিন যে জোর গলায় ব'লে এল, নিজের পায়ে না দাঁড়িয়ে আপন হাতে ফাঁস গলায় প'রবো না। এত বুদ্ধিমান্ ছোকরা বেহদ্দ বোকা ব'নে গেল।

বাড়ীর ভিতর মেয়েরা পাত্র দেখে খুসী না হ'য়ে কি করে। নিঃশ্বাস টেনে ব'ললে,—"বেঁচে থাক্ ওরা দু'জনে।"

ভৈরব বাবু ব'ললেন,—"আজি বুঝলাম ও আমার মেয়ে নয়, ছেলে। খাবার প'রবার সংস্থান ক'রতে হবে আমাকেই।

[ছয়]

রাত্রি দুটোর পর রাত্রি এসে ঘরের দরজা লাগিয়ে দুলালের পাশে ব'সলো। দুলাল কাত হ'য়ে শুয়েছিল, উঠে ব'সলো রাত্রিকে কাছে পেয়ে। প্রথম দুলালই ব'ললে,—"দেখো, যেন চাকরের ছেলে ব'লে ফরমাস খাটিয়ে মেরো না।"

হাসির কথায় যোগ দিল না রাত্রি। সে মন-মরা। কী করে,* কথা না ব'ললে কেমন দেখায়, তাই ব'ললে,—"রাত হ'য়েচে, শুয়ে পড়ো।"

দুলালের বোঝবার বয়স হ'য়েচে। সে অনুভব ক'রলো মর্ম্মে মর্ম্মে। রাত্রির মনের ভিতর ঝড় উঠেচে। এতক্ষণে ঠিকমত উপলব্ধি এলো রাত্রির। ব্যর্থ জীবন তার। বাপের বাড়ী প'ড়ে থেকেই কাটাতে হবে সারা জীবন। দুলাল ভয়ে স্পষ্ট ক'রে কিছু ব'লতে পারলো না। স্পষ্ট দেখতে পেলো রাত্রির সমস্ত শরীর দুলে দুলে ফুলে উঠ্‌চে কান্নায়। সেই যে মুখ ফিরিয়ে শুলো, সকাল অবধি আর ফিরলো না।

ভোর হবার আগেই বাহির হ'তে গিয়ে দেখে তার বড় শালী পাহারা দিচ্চে দরজার গোড়ায়। তাকে আগে দেখেনি দুলাল। মাত্র দু' দিন হ'ল এসেছে এই বিবাহ উপলক্ষে। সঙ্গে তার স্বামীও। দোহারা, বেশ-সুন্দর চেহারা। দেখলে বেশ শ্রদ্ধা আসে। একটি মাত্র মেয়ে, মস্ত বড়লোকের বৌ,—গায়ে গহনা বিশেষ কিছু নাই ব'ললেই হয়। দুলালের হাসি এলো, আপন মনেই হাসতে লাগলো; তার বড় শালী রত্না প্রশ্ন ক'রলো—"বাবু মশায়ের এত হাসি কেন?"

হাসতে হাসতেই ব'ললে দুলাল,—"সেদিন আমাদের ওখানে দেখে ছিলাম, একজনের গহনা নাই, পরের চেয়ে নিয়ে ভোজের বাড়ী যেতে।

আচ্ছা মানুষ বটে ; লজ্জা করেনা ! আজ আবার দেখছি থাকতেও পরে না ! ভগবানের বিচার বটে !"

রত্না এবার হেসে ফেললো,—"ওঃ ! আমাকে লক্ষ্য ক'রে বুঝি বলা হচ্চে। শুধুতে ভাল লাগচে না নাকি বাবুর ?"

—"না, না, তা বলিনি। সত্যি দিদি আপনাকে বড্ড ভাল লাগচে। এত ভোরে আপনি ওঠেন ?"

—"আজ তোমাদের কথা শুনবার জন্য এসেছিলাম, মুখ বুজে ছিলে নাকি ?"—ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে কথাটা ঘুরিয়ে নিলো দুলাল :—"আমার দাদাকে ফেলে আপনি বড় এলেন ? তিনি উঠে দেখতে না পেলে কিন্তু রাগ ক'রবেন !"

"ওঃ ! তুমি বুঝি জানো না !, তিনি ত সদরেই আছেন তিনদিন। লক্ষ্মী ভাই, তাঁকে একবার পাঠিয়ে দাও। আমার নাম ক'রে ব'লো বার বার ক'রে, যেন একবার আসেন। এ সময় না গেলে আর তাঁর সাথে কথা বলবার ফুরসুৎ পাবে না।"

হাসিতে মুখ ভ'রে গেল দুলালের, ব'ললে,—"কি কথা দিদি, জানতে পারবো না ?

—"জানতে আবার পারবে না কেন ? আমার মা বাপের সাথে দেখাই করেননি আমার পর থেকে। বাবার মেজাজ জানো ত ? মা দুঃখ ক'রে খোঁচা দিয়ে কাল ব'ললেন ওঁর সম্বন্ধে। দেরী ক'রো না ভাই !"

রত্নাকে ভাল লাগলো দুলালের। তাঁর কথা শুনে মনে হ'ল এমন মানুষও এ বাড়ীতে আছে। ব'ললে,—"দিদি, তাঁর সাথে যে আমার পরিচয় নাই।"

রত্না হেসে জবাব দিল,—"আমার সাথেই আগে ছিল নাকি ?"

ভাল ছেলের মত মাথা নামিয়ে চ'লে গেল দুলাল আদেশ পালন ক'রতে। বড় কুঠির সিঁড়ি থেকে আরম্ভ ক'রে উপর অবধি শ্বেতপাথরে বাঁধান। বাড়ীর মত বাড়ী একখানি। বাইরের বড়লোক এলে এইখানেই আশ্রয় পায়। নানান জাতীয় মরসুমি ফুলে বাগান আলো হ'য়ে আছে। ঢুকতেই একটা কেয়ারিতে 'ওয়েল্‌কাম' লেখা। মালী যাকে ব'লতে হয়। কামিনী গাছ ছাঁটা বটে! একটা পাতা যদি বেরিয়ে থাকে আলগা! গেটে দারোয়ান রাস্তা ছেড়ে দিয়ে উঠে দাড়ালো। আগের রাত্রের অঘটন সে নিজের চোখে দেখেচে। উপরে উঠে দেখে, কেবলমাত্র পটলবাবু বিছানাতে উঠে বসেচেন। দরজা সব খোলা নাই, বাহির থেকে এসে দেখে সব অন্ধকার। চাকরের কাছে পরিচয় নিয়ে পটলবাবু বুঝলেন, নবাগত তার ভাইরা। ইসারাতে চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে ব'ললেন বসতে।

একটু পরে ঝাপ্‌সা ভাবটা কেটে যেতেই দেখে, হাত মুখ কাঁপচে পটলবাবুর 'প্যারালিসিস' রোগীর মত। চাকর ডাবর সামনে ধ'রে গ্লাস নিয়ে দাঁড়ালো। দুলাল ভাবলে বুঝি বা 'উষা-পান' অভ্যাস আছে! জল পেটে যায় না। কাঠ বমি ক'রতে গিয়ে মুখ চোখ লাল সিন্দুর! কতক উঠেও গেল। আর এক গ্লাস খেয়ে তবে ব্যাচারা ধাতস্থ হ'ল। বিশ্রী গন্ধে ঘর ভরপূর। বুঝতে দুলালের বাকী রইলো না। ভিতরটা দুঃখে ভ'রে উঠলো। রত্নার এত তাড়াতাড়ি পাঠানর তাৎপর্য্য এতক্ষণে মাথায় এলো। বিলম্ব ক'রলে সব মাটি হবে ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললে,—"দাদা! আপনি একবার ভিতরে আসুন। দিদি ডাকচেন, বিশেষ কাজ আছে। এখুনি ফিরে আসবেন।"

মুখের কথা কি মিষ্টি!—"একটুখানি দাঁড়া ভাই! তোর সঙ্গেই যাবো।"—আবার চাকর এসে এক গ্লাস নিয়ে দাঁড়ালো। খালি পেটে, একটুখানি আদার কুচি মুখে দিয়ে সকাল বেলায় একি কাণ্ড! বেদনায়

দুলালের সর্ব্ব শরীর টন্‌টন্ ক'রে উঠলো। পরিচয় এত ঘনিষ্ঠ হয়নি যে হাত থেকে ছিনিয়ে কেড়ে নেয়। ফের উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললে—"বিলম্ব ক'রবেন না, আসুন।"

এবার পটলবাবুকে পায় কে!—আচ্ছা তাগিদ বটে,—"তুমি ভাই কাবুলিওয়ালা হ'য়ে জন্মাওনি কেন? তুমি যখন এসেচো আজ যাবোই। আর একটুখানি অপেক্ষা কর ভাই, মুখ হাত ধুয়ে আসি।"

বাথরুম থেকে শুধু ফিরে আসা নয়। পা সমান ভাবে পড়ে না। সেখানেও বন্দোবস্ত আছে। দুলালের মুখে মদের কুল্লি ক'রলো। দুর্গন্ধে তার সর্ব্ব শরীর উঠলো ভ'রে। একটি কথাও ব'ললে না মুখ ফুটে।

টানতে টানতে নিয়ে গেল আর একটা ঘরে। সেখানে দেখে এক বিবসনা সুন্দরী মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্চে। কোথায় বিছানা, বালিশ ঠিক নাই। পায়ের ঠোক্কর দিতেই, গায়ে, মাথায় কাপড় দিয়ে হুড়মুড় ক'রে উঠে ব'সলো। মিষ্টি হেসে ব'ললে,—"আচ্ছা মানুষত, আপনারা। খবর না দিয়ে আসতে হয়!"

দুলালের লজ্জায় মাথা কাটা গেল। দু-কান-কাটা পটলবাবু উত্তর ক'রলেন,—"ও আমার ভাই। ওকে আবার লজ্জা! আমার বাড়ীর ভেতর ডাক এসেচে। গেলে ওরা ছেড়ে দেবে না। একে দু'খান গান শুনিয়ে দাও ভাই।"

—"আমাকে মুখ হাত ধুতে সময় দাও একটু।"

"সে হবে না বেটি! পুরো বক্‌শিস্ মিলবে। তোমাকে ছাড়বে না।"—সাঁওতালি ঢঙে পটলবাবু উত্তর ক'রলেন। নিজে তিনি একজন ভাল অভিনেতা। ষ্টেজ নিজের বাড়ীতেই। পাব্‌লিক মেয়েমানুষ নিয়ে বাঙলাদেশে পথ প্রদর্শন করেন প্রথম পটলবাবু নিজেই। পরবর্ত্তী কালের

ইতিহাসে এঁর নাম পাওয়া যাবে। মেয়েটির নাম বেলা। সে চোখে মুখে হাসি ছড়িয়ে ব'ললে,—"এই বাবু বখ্‌শিস্ দেবেন ?"

পটল চোখ রাঙিয়ে উত্তর ক'রলো,—"আমি থাকতে ও দেবার কে ? চাকর ঠিক প্রস্তুত হ'য়েই আছে ; মুখের কথা খসাতে বিলম্ব। বেলার কাছে গ্লাস নিয়ে হাজির। সে ব'ললে,—"সকাল বেলায় থাক। বাথ-রুম থেকে এসে পরে হবে'খন।

সে কথা কে শোনে ! টাকা দিয়ে কেনা মাল খাওয়াবার জন্য অনুরোধ কত ! বেলার চালাকি ধরা পড়লো দুলালের কাছেই। জানালার কাছে গিয়ে গ্লাসের পনর আনা দিল ফেলে বাহিরে। বাকিটুকু মুখের কাছে ঠেকিয়ে দেখালো সে কসুর করেনি। তার সাথের মেয়েটি তবলচি, হারমনিয়মদার যে ঘরে আছে, সেইখানেই আশ্রয় পেয়েচে। তাদেরকে আনার জন্য ডাক গেল।

এই বিয়ের নিমন্ত্রণ পেয়েই বড় জামাইবাবু জানিয়ে দিয়েচেন শ্বশুর বাড়ীতে সকলকেই, নাচ নিজে পছন্দ ক'রে নিয়ে আসবেন। শ্বশুর শাশুড়ী থেকে আরম্ভ ক'রে দেশের লোক সকলেই জানে ; এ বিষয়ে যথেষ্ট টেষ্ট আছে পটলের। সেবার ত শ্বশুর ওঁর প্লে দেখে সোনার মেডেল দিয়েছিলেন। জীবনে কখনও তিনি থিয়েটার দেখেননি। ওতে নাকি জঘন্য নোঙরাপনা থাকে। কেবলমাত্র জামাইএর খাতিরে সেবার দেখতে বাধ্য হয়েছিলেন।

গানের মজলিশ পূরো মাত্রায় জ'মে উঠলো। ভিতর থেকে লোক এসে ডাকে ছোট জামাইবাবুর খাওয়া হয় নি। এখুনি যেন আসেন। বড়র হুকুম হয়-না। সে বলে একসাথেই যাবো, একটুখানি থাক না ভাই। চক্ষুলজ্জায় যেতে পারে না। লোককে ফিরিয়ে দিয়ে বলে, চল এক্ষুনি যাচ্চি। জোঁকে ধ'রলে যেমন ছাড়তে চায় না, এও ঠিক তাই। হাতের

কাছে যে সব ফল আছে মুখের কাছে তুলে' ধ'রে বলে,—"খাওনা ভাই।" মদের গন্ধে ফলগুলো মাখা। ব'লতে পারে না লজ্জায়,—কি ক'রে না খেয়ে।

বেলা নাচতে নাচতে এসে জামাইবাবুর সামনে ব'সলো হাঁটু গেড়ে। সুরমা-পরা চোখ ঘুরিয়ে ব'ললো,—বক্‌শিস্ হামারি। সুর তাল ঠিক আছে। বাহবা প'ড়লো চারিদিক থেকে। ছন্দে ছন্দে নাচচে গ্রীবা।

দুলাল তখন লজ্জায় রাঙা। আর থাকা ভাল দেখায় না বুঝে, উঠে পড়লো। মনে মনে ব'ললো—"সব্বাই কাট খোট্টা বদরসিক।" --বল্লো নূতন দাদাকে —"তা হ'লে যাবেন না, বসুন আপনি।"

কথা জড়িয়ে গেল পটলবাবুর। কী ব'ললো বোঝা গেল না।

চ'লে গেল দুলাল।

[সাত]

—"যা হোক্, তুমি যে আসতে পেরেচো",—রত্না হেসে আকুল। দুলাল বুঝে পায় না। মেয়েমানুষ জাত বটে! এতো জেনেও হাসি আসে! মুখ ভার ক'রে থাকতে রত্না শেখেনি, হেসে ব'ললো,—"তোমাকে কিছু বলেননি ত তিনি?"

চোখ তুলে' মুখের দিকে চেয়ে জবাব দিল,—"না, —না,—তা কেন ব'লবেন? অমন মানুষ হয় না। ক্ষতি ক'রচেন কেবল নিজেরই। দিদি, আপনি কিছু বলেন না কেন?"

দিদির কথা শেষ হবার পূর্ব্বেই শাশুড়ী এসে হাজির। গত রাত্রে

ধুমধামের মধ্যে ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ পায়নি দুলাল। তিনিও আসতে পারেননি লজ্জায়। শুভ কাজ,—একবার না এলে নয়, সেই জন্যই না কি দর্শন দিয়েছিলেন। আজ চিনলো শ্বাশুড়ীকে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম ক'রতেই ব'ললেন,—"ছিঃ দুলাল! ওর সঙ্গে জোট দেওয়া তোমার ভাল দেখায় না!"

দুলাল কথার ভাব অর্থ বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইলো। তিনি ব'লে চললেন,—"তোমার বাবা শুনতে পেলে রেগে যাবেন।"

দুলাল প্রথমে বুঝতেই পারে না কোন্ বাবার কথা ব'লতে চান তিনি। রত্না হেসে মাকে ব'ললেন—"জামাইএর সাথে এই রকম কথা বলে বুঝি!"

মা ছাড়বার পাত্র নন। মেয়েকে ব'ললেন,—"তোমার বাবাকে ত চেন? তিনি যদি জানতে পারেন নূতন জামাই মদ খেয়েচে, কিছু বাকী রাখবেন?"

কৌতুকের স্বরে মাকে ব'ললো—"তোমার বড় জামাইএর কি ক'রতে পারলেন শুনি?"

মা দস্তুরমত মুখ খিঁচিয়ে উত্তর দিলেন,—"কার সঙ্গে কার কথা! বামন হ'য়ে চাঁদে হাত দিলে ত হবে না!"

রত্না হতভম্ব, জামাইএর সাথে এমনি ধারা কথা ব'লতে শুনে। দৈবের ঘটন, এতে ত দুলালের কোন হাত ছিল না, তবে সব কিছু এসে তার ঘাড়ে পড়ে কেন? দুলাল জন্মদাতা মা-বাপের কথা শুনে চলেনি। মতান্তর হওয়াতে চ'লে এসেচে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা ক'রতে। ধ'রে বেঁধে এ কি অভদ্রা ঘটান। মনে হ'ল বলি মাতৃস্থানীয়াকে,—"নূতন বাবার রাগ, দুঃখে কী যায় আসে আমার!"—কথা ফুটতে পেলো না।

জলখাবার এসে হাজির।—"মা, এত বেলা হ'ল, তুমি খেতে না দিয়ে কেবল কথাই ব'লচো ?"

এবার মার দরদ দেখে কে ! রাত্রি জাগরণে খিদে তেমন ছিল না, কী করে, এগারো খান লুচি খেতে হ'ল ! জানা আছে গলায় পেটে খেলেই ছেলেদের শরীর সারবে। বিশেষ ক'রে নূতন জামাই, না ব'ললে কি চেয়ে খেতে পারে !

রত্না হেসে ব'ললে,—"দেখলে মা, তোমার কেমন জামাই ! বড় জামাই হ'লে তোমার কথা রাখতো !"

গর্ব্ব ক'রে ব'ললেন কি না বোঝা গেল না।—"সে যে ছাই ভস্ম খায়। খাবার কি আর যো আছে তার !"

কথা ঘুরিয়ে নিয়ে রত্না ব'ললে,—"তুমি যে মা না জেনে জামাইকে বড় ব'কলে, আমিই যে পাঠিয়েছিলাম ওঁকে ডাকতে! এসে অবধি তোমাদের সাথে দেখা ক'রলে না। খুব ভাল পাত্র বাছাই করেছিলে ! সেই জামাইএর গল্প ক'রতে লজ্জা করে না !"

চোখ রাঙিয়ে মা ব'ললেন,—"রত্না ! ও ছেলে আমাদের মহাদেব। ওর নামে কেও কিছু ব'ললে সহ্য হবে না ব'লে রাখচি। ব্যাটা ছেলের এমন দোষ কার না একটু থাকে ! হ্যাঁরে, তুই কেন পাঠিয়েছিলি দুলালকে ওর কাছে ?"

রত্না হেসে লুটিয়ে প'ড়লো, ব'ললে—"কেন, মহাদেবের কাছে পাঠিয়েছিলাম, দোষ কী !"

মা রহস্য ধ'রতে না পেরে ব'লে ব'ললেন,—"এই দেখ, তার দেখে তুমি শিখতে যেয়ো না। আজকে যেন বাবার সাথে এই অবস্থায় দেখা ক'রো না।"

মা চ'লে গেলেন কারও উত্তর না শুনে। রত্না হাসিভরা চোখ তু'লে

দুলালের দিকে দৃষ্টি দিল। দুলাল ব'ললে,—"আমার গায়ে যে মদের গন্ধে বোঝাই। আপনার নাক নাই কি ? মায়ের দোষ নাই দিদি !"

রত্না মৃদু হেসে ব'ললে,—"ও গন্ধ আমার নাকে স'য়ে গেছে ভাই, মোটেই ধ'রতে পারি না।"

"তাইত !"—ব'লে চোখ মেলে চেয়ে থাকলো রত্নার দিকে। রত্না ব'ললো,—"চল না আমার ওখানে। এখানে কী হবে !" প্রথমটা বুঝতে পাবে না দুলাল—আমার ওখানে মানে কোন জায়গায়।

এই বাড়ীতেই মস্ত বড় একটা ঘর তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকে, কবে বড় মেয়ে আসবে ব'লে। খাট, পালঙ্ক, বিছানা দস্তুরমত পরিচ্ছন্ন অবস্থায় সাজান থাকে। কী জানি, খেয়ালি জামাই খবর না দিয়ে কখন এসে পড়ে ! হ'য়েচেও এমন কতবার !—আবার টেলিগ্রামের উপর টেলিগ্রাম, অমুক ট্রেণে আসচি,—কা কস্য পরিবেদনা ! এ ঘরের চাবি থাকে মায়ের কাছে। কেও ঢুকতে পায় না।

গম্ভীরস্বরে ব'ললে রত্না,—"মেয়ে হ'য়ে জন্মেচি ব'লে এ বাড়ীর একখান ঘরেরও অধিকার নাই ব'লতে চাও ?"

দুলাল ব'লতে কিছু চায়নি। চ'ললো পিছু পিছু। ঘরের ভেতর পা দিতেই চমকে উঠলো—"দিদি ! এ ত'.দেখচি লাইব্রেরী।

"—গাম্ভীর্য্য বজায় রেখেই জবাব দিল রত্না—"এখানে ত থাকি না ভাই। কতকগুলো রেখে যায়। বাবাও আনিয়ে দেন বই, আমি ভালবাসি ব'লে। তবে বাবার আনা বই আমার ভাল লাগে না। তাঁদের টেষ্টের সঙ্গে আমাদের মেলে না। সেই জন্য আমিও দু'চার বাক্স সঙ্গে সঙ্গেই রাখি।"

কপালে চোখ তুলে' ব'ললো দুলাল,—"দু'চার বাক্‌সো।"

—"ঐ একটা সখই আছে ভাই। ওদিকে চোখ দিয়ো না।"

—"আপনি লিখতে পারেন দিদি ?"

লজ্জায় রাঙা হ'ল রত্না, ব'ললো,—এখন পারি না, তবে সখ আছে !"

—"আপনি কোন মাসিকে লেখা দেন না কেন দিদি ? আমাকে একটা লেখা এখুনি শুনিয়ে দিতে হবে ব'লে রাখছি ।"

রত্না ব'ললে,—"বেশত ! সে আর বেশী কথা কী !"

মধ্য হ'তে দুরন্ত মেয়েটা ছুটে' এসে গলা জড়িয়ে ধ'রে ব'লতে সুরু ক'রলো,—"মা তোমার দেখা পাইনি কেন ? কোথা ছিলে এতক্ষণ?"

—"লক্ষ্মী মা, এখন যা ত, বই প'ড়ে শোনাবো ।"

—"কাকে, মা ?"

—"চিনিস না ? এই যে তোর মেসো মশাই । প্রণাম কর ।"

—বালিকাটি এতক্ষণ মা ছাড়া কাউকে দেখেইনি ! লজ্জায় খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলো ।

দুলাল কোলের কাছে টেনে নিয়ে ব'ললো,—"থাক ! থাক্ ! এখন ওসব কেন ! দিদি, এর চুল ঠিক আপনারই মত ঢেউ-খেলা । বয়সকালে আপনাকেও ছাড়িয়ে যাবে ।"

—"ভারি দুষ্টু তুমি । উনি এলে ব'লে দেবো আমার চুল দেখে তোমার ভাল লেগেচে । তখন যেন কথা ঘুরিয়ে নিয়ো না ।"

—"আমার ব'য়ে গেছে । যে ভাল, তাকে ভাল ব'লত পাবো না !"

—"সত্যি বল, রাত্রিকে তোমার কেমন লেগেচে ?"

মুখের হাসি লুকিয়ে গেল দুলালের, ব'ললে,—"সত্যি যখন ব'লতে ব'ললেন, শুনুন । আপনার মত ভাল লাগেনি ।"

চোখ পর্য্যন্ত হেসে উঠলো রত্নার ।—"তুমি ত' আচ্ছা মানুষ ভাই ! একবার আসুন তিনি ! তোমার বিত্তে ব'লে দেবো । রাত্রিকে তোমার তেমন ভাল লাগবে না, জানি । সে যে বাবার মত বড় রাশ-ভারি । ঐটুকু

মেয়ে, আমারই কথা কইতে কেমন গা ছম্ ছম্ করে। বাবার কাছে যেতেও যদি একটু ভয় করে!"

—"আপনি বাবার কাছে যেতে ভয় করেন, দিদি?"

—"আমি যদি সেকথা এখন না বলি! আগে আমার গায়ে হাত দিয়ে একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে বল রাখবে!"

—"আমার প্রতিজ্ঞা ক'রেও কাজ নাই, কথা শুনেওনা। কী এমন কাজের কথা যার জন্যে আপনার গায়ে হাত দিয়ে দিব্বি ক'রতে হবে?"

—"ওঃ! আমার গায়ে হাত দিলে তোমার মহত্ব খোওয়া যাবে না কি?"

—"এই নিন, প্রতিজ্ঞা ক'রে বলচি, আপনার কথা রাখবো। বলুন দিকি?"

"লক্ষ্মী ভাই, আমার বোনের যেন অনাদর ক'রো না।"

রত্নার দুই চোখ বেয়ে প'ড়লো মুক্তোর ধারা। দুলাল বিস্ময়ে আকুল—চোখে দু'টো তুলে ধ'রলো।

[আট]

—"সত্যি বলো, আমার লেখা তোমার কেমন লাগলো ? মিথ্যা ক'রে বাড়িয়ে ব'লো না যেন !"

—"আমি সে বান্দা নই ! মুখের উপর সত্যি কথা ব'লতে যদি আমার একটা জোড়া মিলতো ! ঠিক ব'লেচেন দিদি ! এখানে এসে সব্বার দেখেশুনে আমারও 'ডিটো' দেওয়া অভ্যাস হ'য়ে যাচ্চে। এই রাজ্যে দেখচি, এক আপনি ছাড়া কেও বিরুদ্ধ মত শুনবার লোক নাই।"

বক্তা উত্তর দিলো,— "মুখে ব'ললে হবে না, চার পাঁচদিন ত শোনা হ'ল, এখন নিজের একটা মত দাও দিখি ?"

—"আপনার লেখায় অনেকটা শরৎবাবুর ধাঁচা আছে। সেইজন্য বেশ ভাল লাগলো। লেখাপড়া-জানা পণ্ডিত লোক, অথচ সাধারণ জ্ঞানের অভাব, এমন চরিত্র আপনি বেশ ফুটিয়ে তুলেচেন।"

—"তবে যে সেদিন ব'ললেন,—"শরৎবাবুর আদর্শ তত ভাল লাগে না !"

—"সেকথা কি এখন অস্বীকার করচি ? ভগবান যাকে ক্ষমতা দিয়েচেন, তিনি যদি অপব্যবহার করেন, ব'লতে পাবো না ?"

—"সেই চ'লে আমার দিনের বাইরে কিছু ব'ললে, না শোনার লোক ত তোমরাই। তিনি যে উদ্‌ঘাটন ক'রে দেখিয়ে দিয়েচেন ভিতরের নগ্ন ছবি এ ত অস্বীকার ক'রতে পারো না ?"

—"পথ কিছু দেখাতে পেরেচেন ব'লতে পারেন ?"

—"ঐখানেই ভুল ক'রচো তুমি। নগ্ন সত্যকে উদ্‌ঘাটন ক'রে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া ঐসব লোকের কাজ। ওঁরা এসেচেন জীর্ণ

গৃহকে ধূলিসাৎ ক'রে—ফেলে দেবার জন্য। আবার আর একদল এসে সেই মাটি পাথর নিয়ে গ'ড়তে বসবেন। তোমরা মানুষের বিচার ক'রতে গিয়ে তলিয়ে দেখ না।"

—"দিদি ; জীর্ণ গৃহ ভাঙতে আমরা নিষেধ করিচি ব'লতে পারেন ? কে না জানে কোন্ দিন ঘাড়ে মাথায় প'ড়ে প্রাণ নেবে ; কিন্তু সেই স্তূপের ভেতর হাতড়ে দেখে যদি সাপ পাওয়া যায়, তাকে কি দুধ কলা দিয়ে পোষ মানাতে যাবেন ?"

রত্না হেসে ব'ললে,—"হেঁয়ালি ছেড়ে একটু স্পষ্ট ক'রে বল।"

—"প্রেম অতি স্বর্গীয় পদার্থ। এ বিষয়ে আমরা কেও একমত না হ'য়ে পারি ! এইখানে একটা কিন্তু কথা আছে। একজনের ঘর ক'রবো, অন্তরে আর একজনের ছবি বসিয়ে রেখে, স্বামী জানলো না, বাড়ীর কেও জানলো না, এ কি রকম অদ্ভুত বিলাতি মত ? ও সব ত ঐ সব দেশেই আছে। এখানে টেনে এনে নাম নেবার কি দরকার ?"

—"ওঃ ভাইদের আমার ক'রতে কোন দোষ নাই, কেবল কেও যদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, সেই ব্যাচারাই মহা-অপরাধী না ?"

—"বাঃ, বেশ কথা। এই বুঝি আমি ব'লতে চাই ! বিশৃঙ্খলাকে দেখিয়া দেওয়ে ত আপনাদের উদ্দেশ্য নয়, আপনারা ফুল, ফল দিয়ে তাকে সজ্জিত ক'রে লোকের চোখের সামনে ধ'রচেন। তরুণের দল বিস্ময় দৃষ্টিতে এই নূতনকে গ্রহণ ক'রলো, এ কি ভাল ?"

—"ওঃ, অতি পুরাতন মশাই ! কোনটা অতি-মন্দকে ভাল দেখিয়েচেন, বলতে পারো ?

—"হ্যাঁ ! আমার যেখানে যেখানে সন্দেহ জেগেছে ব'লে যাই। আচ্ছা দিদি, অত বড় ধাড়ীমেয়ে, স্বামীর ঘর করলো এতকাল ; সে কেন বেরিয়ে এল 'দেবদা, দেবদা, ক'রে ? ঠিক ক'রে বলুন বইএর প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত কোন্

দিককার পথ দেখিয়ে দেয়! বিবাহ করুক রমা, বিদ্যাসাগর ত' পথ দেখিয়েই গেছেন। এ কেমন ধারা হিল্লোল! কার না ভাল লাগবে? আমরা বলি এ ক্ষমতার অপব্যবহার। যাঁর কলমের খোঁচায় বিপ্রদাসের সৃষ্টি, তিনি না পাবেন কী দিদি! একটা কথা আমার বলবার এই, মন মানুষের একটা, তাকে চারদিক দিয়ে ছড়িয়ে দিলে বিশৃঙ্খলাকে কি ডেকে আনবে না? বিশেষ মেয়ে মানুষের। এতে যাঁরা সাহায্য ক'রবেন, ভাল ব'লতে পারবো না, দিদি!"

রত্না গম্ভীরভাবে প্রশ্ন ক'রলো—"আচ্ছা, একটা যুক্তির কথা তোমাকে প্রশ্ন করি। মেয়ে মানুষই বল, আর পুরুষ মানুষই বল, তারা একজনকে ভালবেসে সেই কালে আর একজনকে ভালবাসতে পারে কি না? না ভেবে যেন ব'লবে না।"

—"আপনাকে তার আগে একটা প্রশ্ন করি, সত্য উত্তর পাবো ভরসা রাখি। যৌবন যাবার ভয়ে আপনাদের জাতি নিজেকে বিলিয়ে দেবার জন্য তৎপর থাকে কি না?"

কথা বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলো রত্না দুলালের দিকে। দুলাল স্পষ্ট ভাষায় ব'লে চললো—"মনে হ'ল এ ভাব আপনার ধার করা, তাই জানতে চাইচি। এক জায়গায় লিখেচেন আপনি, একজনের সাথে একজনের খুব ভাব হ'ল। যখন শুনলে—স্ত্রীলোকটির বয়স চল্লিশের বেশী, তখন সেই ভালবাসা কোথায় উবে গেল। স্ত্রীলোকটির শত অনুনয় ভাবের ঘরে সাড়া দিতে পারলো না। আর এক স্থানে দেখ্‌লাম, যৌবন চিরস্থায়ী নয় ব'লে তাকে সময় থাকতে লুটিয়ে দেবার ব্যাকুলতা। আচ্ছা বিচার ক'রলে হাসি পায় কি না বলুন দিকি? ভালবাসা আপনারা দোকানদারীর পর্য্যায়ে ফেলেচেন। এ যেন ঠিক ওজন দরে কেনাবেচার জিনিষ। একটা কথা আমার মানেন কি না বলুন দিকি?

বৈরাগ্যে দুঃখ আছে—না, ভোগ ক'রতে গিয়ে ভোগ্য বস্তুর অভাব হ'লে ?"

—"ছি ! এই বয়সে তোমার গোঁড়ামি দেখে দুঃখ পেলাম। আচ্ছা ! মানুষের একটা স্বাধীন চিন্তাধারা থাকতে পারে এ কথা কেন ভুলে যাও ? বহু প্রাচীন পারমার্থিক আত্মোৎসর্গ ইত্যাদি কথার মাদকতা আছে তা আমি মানলাম। বেদ বাক্য ভগবানের বাণী ব'লে মানুষের মন সমাচ্ছন্ন ক'রে রাখতে পারে তাও মানি ; কিন্তু এর মধ্যে মানুষের স্বতঃসিদ্ধ সত্য আছে কি না—তা যদি না মানি তা হ'লে তুমি দোষ দিতে পারবে না। সংস্কারকে আমি মোটেই স্থান দিই না। সত্য কিছু না পেলে আমি বেদবাক্য ব'লে মানবো না। পড়েচো বোধ হয় সহমরণের প্রথা। ব্রাহ্মণেরা শিশুকাল হ'তে মেয়েদের মাথায় ঢুকিয়ে দিতেন, স্বামীর কোলে মরতে পারলে তোমাদের অক্ষয় স্বর্গ। সংস্কার তাদের ছোট হ'তে এমন ভাবে গড়ে উঠতো, যে স্বামীর চিতায় ম'রে মনে করতো এই বুঝি সব পাওয়া হ'য়ে গেল। যারা পুড়ে ম'রতো আর যারা প্রবৃত্তি দিতো দু' পক্ষের দম্ভই তো আকাশ জুড়ে থাকতো। বৈধব্য জীবনের এই আদর্শ আজ কোথায় ?"

দুলাল হাসির ছলেই জবাব দিল,—"এ আপনার একেবারে নকল। নিজস্ব আপনার কিছুই নাই এতে। আমার কথা কী জানেন ! এ কথা যত বড় পণ্ডিতেই লিখে থাকুন না কেন, এতে তেমন কাজ হবে না। সতীদাহের সম্মান এখনও তেমনি আছে, পরেও থাকবে। প্রকৃত সতী স্বামীর চিতায় গেলে তাকে ধিক্কার দেয় এ আপনাকে কে বল্লে ? শুধু আমাদের দেশ নয়, সকল দেশেই এর সম্মান আছে। আমরা অনেকদিন পরাধীন থেকে মৃত্যুকেই সব চেয়ে বড় ভয়ের জিনিষ ভেবে নিয়েচি। সর্ব্বদা জেনে রাখবেন—নকলকে, হুজুগকে আইন

রাখতে পেরেচে থামিয়ে! আসল ভাবের উপর হাত দেবার সাধ্য কী! সেই ভাবের উপর প্রাণত্যাগ কর'লে 'আত্মোৎসর্গ' ইত্যাদি যদি শাস্ত্র ব'লেই থাকেন তাতে সমালোচনার কি থাকতে পারে দিদি? স্বাধীন দেশে ত, দেখচি, ভাবের বন্যায় প্রাণ দেওয়া ত' তুচ্ছ কথা, বলুন ঠিক কি না?"

রত্না গম্ভীরভাবে ব'ললে,—"আচ্ছা ভাই! অত বড় মানুষের মন খুলে তুমি প্রশংসা ক'রতে পারলে না কেন? দেখেচোতো দুনিয়া শুদ্ধ সবাই ".।

—"থাক্ দিদি! আর কাজ নাই। পাঁচজন লোকের এক সাথে আলোচনার সময় খামখা একবার অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখবেন, সেই দিকেই সকলে চেয়ে থাকে কিনা! এর নাম কৌতূহল। এর মধ্যে সৃষ্টি নাই, আছে শুধু পুরাতনকে আক্রমণ। আমার জানা নাই, আপনারাই ভাল ব'লতে পারবেন, মা হবার বয়স পার হবে ব'লে যৌবনকে বিলিয়ে দেবার জন্য ব্যাকুলতা আসে কিনা! আপনাদের এই সময় সাহিত্যিকদের এ কথাটা কিন্তু মনে রাখা দরকার। জীবনের ঐ সময়টুকু নিয়েই পূর্ণ নয়। মন গ'ড়ে তুলতে না পারলে যৌবন গেলে তখন হবে কী?"

—"ও পাগল! তোমাকে একটা কথা বলি, যে ভালবাসা শুকিয়ে গেছে, যার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই, তাকেই নিয়ে টেনে দুনিয়ার কালি জড়ো ক'রে লাভ কী? এইটাই আমার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। প্রত্যক্ষ দেখচি দিনের পর দিন যে ভালবাসার প্রাণ নাই তাকেই মন্ত্রের দোহাই দিয়ে টেনে বাড়িয়ে কি হবে? ফুল বাসি হ'য়ে যাবে ব'লে কি কাগজের ফুল রাখতে হবে? সে কি ঠিক মর্য্যাদা দিতে পারবে? প্রকৃতি কি তাই বলে?"

—"দিদি! যেন রাগ ক'রবেন না। আপনার ধার করা কথা তুলেই আপনাকে বলচি। চাঁদ আর ছিন্ন মেঘের তুলনা দিয়ে যে ব'লতে চেষ্টা করেচেন, যে'দন চাঁদের সৃষ্টি, সেই দিনেরই সৃষ্টি—ছেঁড়া মেঘের। চাঁদ যেমন উজ্জল হ'য়ে দেখা দেবে আকাশে, তেমনি মেঘ এসে ঢাকা দেবে তাকে। খুব বড় গলায় ব'ললেন দুইই চ'লে আসচে অনাদি কাল থেকে। আমরাও এইখানেই ব'লতে চাই পার্থক্যও চ'লে আসচে সেই অনাদি কাল থেকেই। সত্য পদার্থকে ঢাকবার জিনিষ আদিকাল হ'তে চ'লে আসচে ব'লে তাকে উপমা দিয়ে সাজিয়ে মাথায় করে নাচবার কি আছে বুঝতে পারি না। সেই আদিকাল হ'তেই ছোট বড়র পার্থক্যও যে চ'লে আসচে।"

রত্না রাগ না ক'রে হেসে লুটিয়ে পড়লো, ব'ললে,—"একটুখানি স্থান তুলে তোমার মনমত ব্যাখ্যা দিচ্চো। যা হোক্ মানুষ বটে তোমরা। মানুষের ভাল দিক তোমাদের নজরে পড়ে না, না?"

হাসিতে যোগ না দিয়ে প্রশ্ন ক'রলো দুলাল,—"হঠাৎ আপনার গুরুর তাজমহলের সমালোচনা ক'রতে গিয়ে সাজাহানের প্রেম নাই, ওটা একটা সাময়িক খেয়াল— এটা প্রমাণ ক'রতে ব্যগ্র হ'লেন কেন?"

হাসি রত্নার থামে না। জবাব দিলো,—"আসল কথা ব'ললে মশাইদের জ্বালা ধরে কেন এর উত্তর দাও দিকি। তিনি ত কবিতা লিখতে বসেননি রবিবাবুর মত, যে ভাবের বন্যা ছড়িয়ে দেবেন। সর্ব্বদা মনে রাখবে এটা গদ্য।"

"সত্যি করে ব'লতে হবে দিদি, সবাই যা ব'লেচে তার বাহিরে কিছু ব'লে নাম নেওয়া ছাড়া কিছু সত্য আছে কিনা? দিদি! আপনাদের কথা দিয়েই আমি আবার বলতে চাই, যখন একটা কিছু বড় ভাবের কথা লেখেন তখন গভীর ভাবের উপর দিয়েই

সেই রচনা সেই সময় বেরিয়ে আসে কিনা ? উত্তর জীবনে যদি হাসির কথা কিছু লিখেই ফেলেন, ভবিষ্যৎ সমালোচক তখন প্রমাণ ক'রতে ব'সবে, ও ভাব থাকতে পারে না। কারণ পরের এই লেখা তার প্রমাণ। আর দশটি বিয়ে ক'রেচেন ব'লেই কি ভাবের অভাব ছিল সে দিন সাজাহান বাদশাহের। এটাও কি একটা যুক্তি নাকি ?"

কথা শেষ হ'তে পেলো না দুলালের। রাত্রির ঘাড়ে হাত রেখে পটল বাবু এসে হাজির।

—"তোমরা দেখচি দুটোতে বেশ জমে গেছো।"

রত্না উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললে,—"আজ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল।"

পটল বাবুর মাত্রাধিক্য ছিল না, ব'ললেন—"কথা ঘুরিয়ে নিয়ো না। রতন আমার গরীবের ঘরে থাকতে পছন্দ করে। বেশ ত বদল হ'য়ে যাক্ না! আমি রাত্রিকে নিয়ে থাকি। ও আমাদের মতন বড়লোককে খুব পছন্দ করে।"

রাত্রি জামাইবাবুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ব'ললে,—"কী যা তা বলেন!"

পটলবাবু হাসি দিয়ে ভরে দিলেন ঘরখান, ব'ললেন,—"রতন, আমাকে তুমি ব্রেক ক'রতে পারবে না। রাত্রিকে আমার গার্জ্জেন ক'রে ছেড়ে দাও না! ও আমায় মদ ছাড়াবে। বাবা! একেবারে ওয়ারেণ্ট জারি ক'রে নিয়ে এলো।"

রাত্রি তার জামাইবাবুকে ঠেলে চৌকির উপর ফেলে দিলো। চড়া সুরে ব'ললে,—"লজ্জা করে না, আচ্ছা ভদ্রলোক ত!"

বিছানায় শুয়ে পটলবাবু আপন মনেই সুর ক'রে ব'লতে লাগলেন,—"বড়লোক এক আজব জীব। ওর সাথে যারা মিশেছে, তারা পস্তায়া, যারা না মিশেচে তারা ভী পস্তায়া।"

[নয়]

গভীর জঙ্গলের ভিতর কেবল সেই এক ভাব। না আছে আলো বাতাস, না আছে আনন্দ। কেবল বন্য পশুর ভয়। শ্বশুর বাড়ীর আনন্দ ব'লতে যা, শেষ হ'য়ে গেছে পটলবাবুর যাওয়ার সাথে। এখন কেবল ভয় অনেকদিন পর রত্না বাপের বাড়ী এলো, দিনকতক রেখে যা! তা হবার যো নাই! দেখা শোনা ত নাই স্বামীর সাথে তবু ছেড়ে থাকে কে! রত্নারও দিনরাত্রির মধ্যে স্বস্তি নাই। কখন কী ক'রে না বসে! সে রাত্রে নাচ চলচে, মধ্যে থেকে কম্ ... নাচওয়ালীর হাত ধরে তুলে নিয়ে গেলো। বাপের বাড়ীতে লোকের কাছে মুখ দেখানই ভার। ভগবানের বিচার বটে, ভালর কপালেই যত গেরো!

দুলালের দিন রাত যেতে চায় না। কেবল ভয়ে ভয়ে দিন কাটান। রাত্রির মেজাজ বুঝেও খাপ খাওয়াতে পারলো না দুলাল। থেকে থেকে মনে হয় রত্নার কথা। সে ব'লে গেছে,—ভাই, ও বাপের বড় আদরের মেয়ে। ওকে একটু দেখো। বড়লোকের নেশা ওর অস্থি মজ্জায় জড়িয়ে র'য়েচে।

বিয়ের চার পাঁচ মাস পর একদিন ভৈরববাবু ডাকতে পাঠালেন দুলালকে, ব'ললেন,—"দেখ দুলাল! জীবনে প্রত্যেক মানুষের পরাজয় আছে। আমার ভুলের সুযোগ নিয়ে আমাকে কষ্ট দিলে তোমার ভাল হবে না।"

এত বড় লোকের দুঃখ দেখে দুলাল অভিভূত হ'ল। মর্ম্মে মর্ম্মে

অনুভব ক'রলো কিসের জন্য এই চাঞ্চল্য। মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো দুলাল।

ভৈরববাবু ব'ললেন, "দেখ দুলাল! অদৃষ্ট ছাড়া পথ নাই। তা এই বিয়েটায় বিশেষভাবে অনুভব ক'রলাম। তুমি আমাকে ভুলবার সময় দাও। মেয়েটাকে তোমার ঐ পোড়ো বাড়ীটাতে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রবে না। আমার সম্মানের লাঘব হবে। এখন সময় নাই, বাইরে যাচ্ছি; এলে তোমার সাথে কথা হবে।"

দুলাল নির্ব্বাক! পাঁচ মাসের মধ্যে কখন দেখেনি, লোকের কাছেও শোনেনি যে ভৈরববাবু কাউকে সঙ্গে না নিয়ে একা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যান। সাধারণ মোগলাই আস্তিন জামার উপর একখানি লংক্লথের চাদর গায়ে। দারোয়ানদেরকে ইশারায় নিষেধ ক'রলেন সঙ্গে না যেতে। বন্ধুবান্ধব দাঁড়িয়ে থাকলো দরজার গোড়ায় যেন কাঠের পুতুল! না ডাকলে কার সাধ্য সঙ্গে যায়!

দুলাল শ্বশুরের টেবিলের উপর একখানা খোলা চিঠি প'ড়ে ব্যাপারটা উপলব্ধি ক'রলো কতক। এমন সময় শ্বাশুড়ীর ডাকের উপর ডাক শুনে অন্দর মহলে গিয়ে শোনে,--তোমার সঙ্গে কী তাঁর কথান্তর হ'য়েছে? ছেড়ে দিলে কেন! তোমরা কেও আটকালে না!!

বলার অনেক কথাই ছিল। কথা কাটাকাটি না ক'রে ব'ললে, দুলাল আপনারা ভুল বুঝেচেন। আমার কথায় তিনি বাড়ী ছেড়ে যাননি। তাঁকে ধ'রে রাখবার ক্ষমতাও আমার নাই।"

শ্বাশুড়ী ঠাকরুণ কাঁদ কাঁদ স্বরে ব'ললেন,—"বাবা! যাও। জানো ত, তাঁকে! কী কাণ্ডই না ক'রে ব'সবেন!"

দুলাল কালবিলম্ব না ক'রে চললো শ্বশুরের উদ্দেশে। গন্তব্যস্থান সে চিঠিতে জেনে নিয়েছিল। যাবার সময় মোটামুটি ব'লে গেল,—"কানাই

পালিত ব'লে যে একটা দুর্দ্দান্ত লোক কয়েক বছর পাল্লা দেবার জন্য মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা ক'রচে, সেই বাবাকে চ্যালেঞ্জ ক'রেচে। ব'লেচে, পারেন ত' একবার লোকজন না নিয়ে আসবেন। আমরা মরিয়া।"

জানতো বাড়ীর সকলেই, কয়েক মাস থেকে একটা জলকর নিয়ে অনর্থ আরম্ভ হ'য়েচে তার সাথে। পুলিশকে হাতে পেয়ে তার কলিজা দশ হাত। সেদিন ডি-এস্-পি ডাক বাঙলোতে ছিলেন। কানাই পালিত নিজে গিয়ে সংবাদ দিল,—"হুজুর শীঘ্র আসুন। ভৈরববাবু নিজে আমাদের বাড়ী চড়াও ক'রতে আসচেন। কারণ তিনি চিঠিতে জানিয়েচেন,—"প্রস্তুত থাক, যাচ্চি।"

পুলিশের কর্ত্তা বুকপকেটে পিস্তল পুরে ব'ললেন, "তুমি যাও. আমি ঠিক সময়ে উপস্থিত হব।"

পালিতের দেওয়া ঘি, মাছ তখনও তোলা হয়নি। বেরিয়ে পড়লেন তিনি। ভাবলেন, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের রাজ্যে এখনও এমনি অন্যায় আবদার চলচে! দুইজন লাল পাগড়ি ছুটলো বাইকের আগে আগে পথ দেখিয়ে। রাস্তা বেশী দূর নয়। এসে দেখেন পালিত লোকজন ঠিক ক'রে প্রস্তুত হ'য়ে আছে। প্রশ্নের উত্তরে পালিত ছোট পুলিশ সাহেবকে ব'ললো,—"আজ সকালে তিনি ব'লে পাঠিয়েচেন, আজ সকালেই তুমি দেখা পাবে, প্রস্তুত থেকো।" প্রশ্ন-উত্তর চ'লেচে এমন সময় দেখা পেলেন ভৈরববাবুর। এতগুলো লোকের মধ্যে কেও চেনে না তাঁকে।

পালিতের দু'একবার দেখা ছিল, কিন্তু এমন অবস্থায় যে তিনি আসতে পারেন কল্পনাও ক'রতে পারলো না। আর ত কেও দেখেইনি। ভৈরববাবু পলকের ভিতর বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রলেন। তিনি

স্পষ্ট ভাষায় ব'ললেন,—"পালিত! আমি এই দেখ, একা এসেছি। তোমার সাহস থাকে, এগিয়ে এসো।"

ডি-এস্ পি ছেলেমানুষ। তার উপর পায়াজোর আছে তাঁর। গর্জ্জন ক'রে ব'ললেন,—"আপনি কেন লোকের বাড়ী চড়াও হয়ে আসেন?" পালিত ভ্যাবাচ্যাকা। আপন মনেই ব'ললে, "একথা কেন বলে পুলিশের লোক! বাবুই বা এলেন কেন এমন একা একা! প্রণাম পর্য্যন্ত ক'রতে ভুলে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো কাঠের পুতুলের মত। বাবু হেসে জবাব দিলেন,—"আমার অধিকার আছে এবাড়ী আসবার। আমার প্রজার ভুল সংশোধন ক'রতে এসেছি—।"

কথায় বাধা দিয়ে ছোট পুলিশ সাহেব ব'ললেন,—"তার জন্য কোর্ট, থানা আছে।"

এঁর কথাও শেষ হ'ল না। বাবু ব'ললেন,—"সম্মান না দিলে মানুষ কখনও সম্মান পায় না। ভদ্রভাবে কথা ব'লবেন।"

কথার উত্তর শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো সাহেব। কি ক'রবে স্থির ক'রতে না পেরে পকেট থেকে পিস্তলটা বের ক'রলেন। পুলিশ দু'জন এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়ালো।

ভৈরববাবুর চোখে তখন আগুনের শিখা,—ব'ললেন,—"পিস্তল আপনি ছুড়তে পারবেন না, তা জানি। কিন্তু আমার গায়ে হাত দিলে আপনাদের কারও জীবন থাকবে না।"

সাহেব নিজের জেদ রাখবার জন্য এগিয়ে যেতেই দুলালের স্বর শুনতে পেলো।—"আচ্ছা মানুষ ত' তুমি! আমার শ্বশুরের সাথে ঝগড়া ক'রচো?"—থেমে গেল এক কথায়।

চিঠিখান ডি-এস্-পির হাতে দিয়ে ব'লল,—"একবার পড়ে' দেখ দিকি।" আদ্যোপান্ত ভাল ক'রে পড়ে ব'ললেন,—"পালিত! তুমি ত'

তাঁকে চ্যালেঞ্জ ক'রেচো। তিনি ত' শুধু হাতে তোমার কথামতই এসেচেন। আমাকে কেন ভুল সংবাদ দিয়ে ডেকে আনলে?" দুলালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ব'ললেন,—"যাহোক্ তোর শ্বশুর জেদি বটেন!" চোখ টিপে দুলাল ব'ললে—"কর কি! তিনি যে সামনে দাঁড়িয়ে।"

নমস্কার ক'রে চলে গেল পুলিশ সাহেব। দুলাল ব'ললে ভৈরব বাবুকে,--"ও আমার সঙ্গে প'ড়েছিল। দু'তিন বছরের বড় চাকরী আচ্ছা পেয়ে গেছে। ছেলেটা খুব ভাল।"

বাবু কিছু না ব'লে চলে এলেন নীরবে। শ্বাশুড়ী মহা খুশী হ'য়ে ব'ললেন,—"তোমার সঙ্গে পুলিশ সাহেবের আলাপ আছে শুনলাম।" লজ্জায় তখন দুলাল আধ-মরা। একটা পুলিশের কর্ত্তার সাথেও কি গরীবের বন্ধুত্বের অধিকার নাই!

[দশ]

বাড়ীতে খিটিমিটি লেগেই আছে। রাত্রির সাথে এক রাত্রি যদি সুখে কাটাতে পারলো! দুলাল স্পষ্ট বলে,—"আমি গরীব মানুষ, এখান থেকে লাভ। রাত্রি মুখের উপর বলে,—"আমি তোমার ভাঙা বাড়ীতে একা থাকতে পারবো না।"

ভৈরববাবু দুলালের বাড়ী ভেঙে মনের মত ক'রে তৈরী করালেন। পায়খানা, বাথরুম সব আধুনিক ধরণের তৈয়ারী হ'ল। দেওয়ালের গায়ে সিন্ধুক ব'সলো। যত রকম সুখ, সুবিধা থাকতে পারে কোনটার ত্রুটি হ'ল না। কেবল দিন দেখে গেলে হয়। কাছেই ত স্বামীর ঘর। তাও যদি গৃহলক্ষ্মীর মন ওঠে! শ্বশুর শাশুড়ী নাই যে ব'লবে তাদের গঞ্জনার ভয়ে যেতে চায় না। আচ্ছা মেয়ে বটে! পণ্ডিত এসে তিন দফা দিন ক'রে দিয়ে ফিরে গেলেন।

দুলাল স্পষ্ট ব'লতে সুরু ক'রেচে—বাপের বাড়ীতে পরকাল খাওয়া যায় মেয়েদের। বাপ-মা আর কতদিন বাবা! তারপরত, যেখানকার জল সেখানেই মিশবে।

শাশুড়ী ঠাকুরাণী অগত্যা মেয়েকে বুঝিয়ে, ভাল দিন দেখে পাঠিয়ে দিলেন শ্বশুর ঘর ক'রতে। জামাইকে ব'ললেন,—"কখন বাইরে থাকেনি বাবা! নজর রেখো। বুঝচোই ত বাবা!"

লজ্জার বালাই নাই, বলেন বেশ স্পষ্ট। দুলাল মাথা নেড়ে জানিয়ে দিলে,—"তাই হবে।" ঝি, চাকর, রাঁধুনি বামুন সাথে নিয়ে রাত্রি

এসে নিজের বাড়ীতে হাজির। দুলাল হেসে ব'ললে,—"আমরা ত' এই কয়জন প্রাণী। তুমি নিজে রেঁধে খাওয়াতে পারবে না ?"

রাত্রি মুখ ভার ক'রে ব'ললে,—"ও কাজ ত' কখন করিনি। তবে আমার ভাগ্যে তাই আছে জানি।"

দুলাল কথা ঘুরিয়ে নিয়ে ব'ললে,—"ঠাট্টা ক'রে ব'ললাম, তুমি সত্য ভাবলে নাকি ?"

মুখ ভার ক'রে রইলে রাত্রি। নিজের বাড়ী চোখ মেলে চেয়ে একবার দেখলে না। দুলাল ব'লতে গিয়ে শুনলো,—"তোমার দেখা হ'য়েছে ত' তা হ'লেই হবে।"

তিন রাত্রি কোনগতিকে কেটে গেল। রাত্রি ব'ললে—"ওগো শুনচো। আমার মায়ের ইচ্ছা নয়, তুমি চাষার মত মাঠে মাঠে দিন কাটাও।"

দুলাল বিয়ে হওয়া অবধি এতকাল আলাপ ক'রতে কখন শোনেনি, স্তম্ভিত হ'লো। প্রশ্ন ক'রলো,—"আমাদের পেট চলবে কি ক'রে ? জমি জমার কাজ নিজে না দেখলে পরে লুটে নেবে যে।"

—"দেখো, পরে আমার ভাগ্যে অনেক কিছু আছে জানি। যতদিন বাবা ও মা বেঁচে আছেন, তাঁদের অপমান ক'র না।"

দুলাল নির্ব্বাক। কথার উত্তর না দিয়ে চ'লে গেল নিজের কাজে। এসে দেখে বৌ বিছানার অসময়ে শুয়ে।

উত্তর নাই, ঝি ব'ললে চাপা সুরে,—"বুকের অসুখ।" এক গ্লাস জল না খেয়ে ডাক্তার আনতে ছুটলো। চারদিন দেখেও ডাক্তার বাবু রোগের কিছু ক'রতে পারলেন না। অগত্যা কী করে, দুলাল মায়ের কাছে গিয়ে ব'ললে,—"আপনি একবার আসুন। বাড়ীর দিককার শরীর ভাল যাচ্ছে না।"

চোখ কপালে তুলে তিনি ব'ললেন,—"আমি আগে থেকেই জানি। এত দিন বলনি কেন?"

—"আমি মনে ক'রেছিলাম এমনিতে সেরে যাবে, আপনাদিগকে ভাবাব না।"

—"কোন্ ডাক্তার ডাকলে শুনি?" নাম শুনে নাক সিটকিয়ে ব'ললেন,—"রামরতনকে পাঠিয়ে দেবো, ওর ধাত জানে। ওবেলায় কেমন থাকে জানিয়ো। আমি যা'হয় ব্যবস্থা ক'রচি।"

বিকালে শ্বশুরের ডাকে এসে দুলাল হাজির।

—"দুলাল। তুমি আমার সম্মান নষ্ট ক'রতে চাও কেন শুনি? আমি তোমার গুরুজন হ'য়ে ব'লচি, তুমি এতে শান্তি পাবে না।"

এত বড় মানুষের অভিসম্পাত শুনে দুলাল রেগে আগুন। ব'ললে "—আমার অপরাধ কী!"

—"তুমি মেয়ের বাড়ীতে তোমার শাশুড়ীকে নিয়ে যেতে চাও। আমাদের কোন পুরুষে একাজ কেও ক'রেচে, নজির দেখাতে পারো! দয়া ক'রে মেয়েকে পাঠিয়ে দিও। ভাল হ'লে আবার নিয়ে যাবে। আমার ব'লবার কি আছে!"

দুলালের হাসি এলো। এই মানুষের সাথে আবার কথা বলে! পাল্কিতে অতি যত্নে ডাক্তার শুদ্ধ সাথে নিয়ে রাত্রি এসে বাপের বাড়ীতে হাজির। মা ত' মেয়ের চেহারা দেখে কেঁদে আকুল। ঝিকে তম্বি ক'রে প্রশ্ন ক'রলো —"এত বড় অসুখ, তুই সংবাদ দিস নাই কেন?" মেয়ে কাঁদ কাঁদ স্বরে ব'ললে,—"আমিই নিষেধ ক'রেছিলাম মা। তোমাদিগকে আর কত কষ্ট দেবো!"

মা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ফেললেন। এত বড় ধাড়ী মেয়েকে কোলের কাছে নিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে নিশ্চিন্ত হ'ল দুলাল।

রোগ সেরে গেল তিন চার দিনেই। শরীর সারতে লাগলো যা কিছুদিন। দুলাল আর মুখ ফুটে ব'লতে পারে না নিয়ে যাবার কথা, যেন সে কত অপরাধী !

দুলাল একখান চিঠি পেলো রত্নার।

—অনেকদিন তোমার সংবাদ পাইনি দুলালবাবু। একবার যদি সময় ক'রে আসতে পারো বড় খুসী হই। রাত্রিকে আমার নাম ক'রে ব'ললে তোমার ছুটি মঞ্জুর ক'রবে। বাবা, মাকেও তোমার এখানে আসার কথা লিখেচি। বেশী বিলম্ব ক'রো না, লক্ষ্মী ভাই, যেন এসো।

"তোমার দিদি"—রত্না।

শ্বশুর, শাশুড়ী দুইজনেই ব'ললে,—"লিখেচে, যাও না।"

রাত্রি মুখভার ক'রে ব'ললে—"তোমার ইচ্ছা।"

দিন দেখা চুলোয় গেল। দুলাল বাঁচলো হাঁপ ছেড়ে।
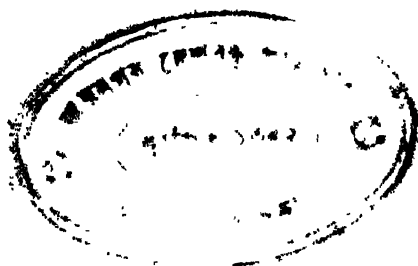
[এগার]

ষ্টেশনে এসে দেখে পটলবাবু গাড়ী নিয়ে হাজির। হাসিতে ষ্টেশন ভ'রে আছে। ঢিলে পায়জামা, আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে। ষ্টেশন ষ্টাফ কেও বাদ যায়নি। সকলের চোখ লাল। বুড়ো মাষ্টারবাবু বোধ হয় অনুরোধে ঢেঁকি গিলেচেন। তিনি জীবনে কখনো খাননি। পায়ে পর্য্যন্ত ধ'রেচে, এত বড় লোক—কী করেন! আমীর বটে, পয়সার মাল নিয়ে কী ছিনি-মিনি খেলা! সকলেই মেতে আছে বাবুকে নিয়ে। বাবু 'মাইডিয়ার'! গরীব ব'লে যদি ঘৃণা করে কাওকে! দুলালকে পেয়ে একটা ধুম প'ড়ে গেল। মাষ্টারবাবু পতাকা পর্য্যন্ত দেখাতে ভুলে গেলেন। দুলালের অভ্যর্থনায় যাত্রীরা ভাবে এত বড় একজন ব্যক্তি ইণ্টার ক্লাস থেকে নামে কেন? অভিজ্ঞ একজন ব'ললেন,—"বোধ হয় কংগ্রেসী হবে। গার্ড সাহেব বাঙালী জহুরী; তিনি পলকে ব্যাপার বুঝে গাড়ী ছেড়ে দিলেন।

পটলবাবু দুলালের ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমিয়ে প'ড়লেন। মোটর তখন ছুটেচে বাতাসের সাথে খেলা ক'রে। গেটের সামনে এসে বাবুকে নামান হ'ল ধরাধরি ক'রে। গাড়ীর হর্ণ পেয়ে রত্না দাঁড়ালো জানালার গবাদ ধ'রে।

রত্নার মুখে হাসি লেগে আছে।—"এত শীঘ্র তোমাকে রাত্রি ছুটি দিলে? আমি ভাবছিলাম তোমাকে বা ছেড়েই না দেয়!"

পটলবাবুর অবস্থা দেখে দুলালের মন ভার ছিল। পারছিল না হাসিতে যোগ দিতে। রত্না বুঝে ব'ললে,—"তুমি কি ক'রবে বাবু মশায়। আমার অদৃষ্ট ফিরাতে পারো? লক্ষ্মী ভাই! তুমি আর মুখ ভার ক'রো না। আমার একটা উপকার ক'রবে, আমার গায়ে হাত দিয়ে বলো।"

দিব্বি করান স্বভাব আছে, আগে থেকেই জানতো। ব'ললে, – "বলুন না, যা হুকুম ক'রবেন ; আমি রাজী আছি।"

—"যদি বলি আমার গোলামী ক'রতে হবে ?"

হেসে ব'ললে,—"একশবার। কিন্তু, দাদা যদি দেখতে না পেরে তাড়িয়ে দেন ?"

"সে আমি দেখে নেবো। তোমার দুটো ভার রইলো। খাওয়ার পর ব'লবো।"

"আপনি ত আচ্ছা মানুষ! আধখান ব'লে চুপ ক'রে গেলেন!"

রত্না পরের দিন সকালে ব'ললো,—"আজি তোমার দাদাকে ব'লবে আমরা নৌকায় বেড়াতে যাবো। যেন বেশী বাড়াবাড়ি না করেন। তোমার উপর ভার রইলো।"

পটলবাবুর বাড়ী গোবরডাঙ্গা ষ্টেশন থেকে তিন মাইল দূরে। ম্যালেরিয়া কেন এদেশে দুলাল এতদিনে বুঝলো। দেশের লোক বাড়ীর সামনে আম কাঁঠালের গাছ লাগিয়ে জঙ্গল বাধিয়ে তুলেচে। প্রত্যেকের এক আধটা ছোট বড় পুকুর। সংস্কার অভাবে তার অবস্থা যাকে ব'লতে হয়—মশার জন্মস্থান বলাও চলে। রোদ বাতাসের অভাব পূর্ণ-মাত্রায়। নদীর নাম শুনে লাফিয়ে উঠলে দুলাল। ব'লল,—"আচ্ছা দিদি। সে ভার আমি নিলাম।"

ফেন-ভাত সকাল সকাল খেয়ে রওনা হ'ল মোটরে। পটলবাবু আজ লক্ষ্মী ছেলের মত তিন পাত্র খেয়ে মোটরে ব'সলো। সে কিন্তু এত সকালে ভাত মুখে দিল না। ব'ললে জলখাবার সাথে নিয়ো, ভাত খেলে

আর মদ চলে না। তোমরা বদরসিক! বুঝলে না ত! মোটর বেশী দূর নিয়ে যেতে হ'ল না। রাস্তার দু'ধারে লোক চলেছে দলে দলে খেজুরের গুড় নিয়ে হাট ক'রতে। তরি-তরকারীর দেশ বটে! শুনলাম নাকি বেশীর ভাগ চালান যায় কোলকাতায়। রাস্তা বড় সুন্দর। দু'ধারে গাছগুলো শ্রেণীবদ্ধভাবে পথচারীকে ছায়া দেবার জন্য দাঁড়িয়ে। দেখবার মত!

নৌকার মাঝি চেনে বাবুদেরকে। মাত্র কয়েকখান নৌকা ভাড়া খেটে খায়।

যেখানে নৌকায় গিয়ে ব'সলো, মাঝিরা ব'ললে,—এখানের নাম 'গাঙ'। ইচ্ছামতীকে এই ব'লে থাকে। ছোট্ট নদী, দু'ধারে জঙ্গল। বাড়ী, ঘর, দোর নাই ব'ললেই হয়। নৌকা চ'লতে পারে না। কচুরিপানা পথ আগলে দাঁড়িয়ে। বন্দুক এনে কোন লাভ হ'লো না। পাখী যদি একটা থাকে! নৌকা ভাটিতে চলেচে। মাঝিরা ব'ললো,—"বাবু! এবার আমরা যমুনায় প'ড়লাম।" নদী চলেচে এঁকে বেঁকে সাপের মত।

পটলবাবু আজ 'বে-হেট' হননি। বোতল হাতে আছে দুলালের। হাতে পায়ে ধ'রে এক পাত্র নিচ্ছেন মাত্র। খোসামুদির কামাই নাই। —"এইবার একটু দে, আর যদি চাই, তোরা বলিস যা হয়।" সাতবার ব'লেও এইবার বলার শেষ হয় না। রতন দুলালকে লক্ষ্য ক'রে ব'ললো, —"ভাই, আমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্বি ক'রেচো, মনে আছে ত! পিছুলে চ'লবে না। আমাদের সংসার নষ্ট হবে, যদি তুমি দিন কতক না দেখ। ঐ ত দেখচো তোমার দাদার অবস্থা।"

বেলা তখন শেষ হ'য়ে আসচে। দূরে তখন হাটের কলরবে শান্ত নদী মুখর হ'য়ে পড়েচে। গাদা গাদা গুড়ের ভার বোঝাই দিতে নৌকা ছুটেচে সেই দিকে।

দুলাল চোখ তুলে ব'ললো,—"আমার মাহিনা কত দেবেন ?"

পটলবাবু না হেসে ব'ললে,—"সত্যি ভাই ; রাগ ক'রলি না ত' ?"

রতন মধ্যে হ'তে ব'ললে,—"রাগ আমি ভাঙাবো, তুমি চুপ কর ত' মশাই – কী, আমার কথা রাখবে না !"

দুলাল মর্য্যাদার ভয়ে কাতর ছিল না। ভাবছিল—শ্বশুরবাড়ীর ষড়যন্ত্র এর মধ্যে আছে কি না ! তাঁ'রাই এই দুস্থ জামাইএর একটা হিল্লে করবার জন্য এই কাণ্ড ক'রেচেন কি না !"

—"তুমি যে বড় কথা কইচো না।"

দুলাল সহজ সুরে ব'ললে,—"আপনার গোলামী ক'রবো, আগেই ত' ব'লেচি। দাদা এখন না রাগলে বাঁচি! দেখুন দিদি! তখন যেন লোকের কথা শুনে ভয় পাবেন না।"

মাঝিরা তখন ব'ললো,—"এইবার আমরা নৌকা ফিরিয়ে নিই।"

বাড়ীতে গিয়ে দুলালের ঘুম আসে না। সারা রাত বাঁওরের মাছ ধ'রতে জেলেরা খট খট শব্দ করে। তার মাথায়ও যেন কে সেই তালে হাতুড়ি পিটুচ্ছে। সামান্য একটু তন্দ্রা এলো। তার মধ্যে দেখচে ইছামতীর জলে কুমীর মানুষ পেলে অন্য শিকার ক'রতে চায় না।

[বার]

রতনের আজ সাজ সজ্জা দেখে কে! নূতন ঠেকলো। দুলাল ত' হেসে আটখান।—"দিদির কি আজ বিয়ে হবে?" পটলবাবু হ'লদে রঙের কাপড় প'রে হাজির।

—"ওঁর যে আজ জন্মতিথি। মেয়েমানুষ আমাদের ভাগ্য ত' জানো। লক্ষণ ক'রতে হয়।"

যারা রাতদিন সেজে থাকে, তাদের সজ্জা হয় চোখ-সওয়া। এ নূতন, তাই ভারী মিষ্টি লাগলো দুলালের। থাকতে না পেরে ব'ললে,—"আপনাকে বড় সুন্দর দেখাচ্চে!"

পটলবাবু আজ মোটেই মদ খাননি। হাসিতে যোগ দিতে পারলেন না। চোখে বিদ্যুৎ হেনে রত্না ব'ললো,—"আচ্ছা! চিঠি লিখে জানিয়ে দিচ্ছি। এই দেখ, তুমিও সাক্ষী রইলে।"

দুপুরে পটলবাবুকে পায় কে! সকালের শোধ তুলে নিলেন কড়ায় গণ্ডায়। রতন দুলালকে এসে বলে,—"লক্ষী ভাই, তোমার দাদাকে কোন গতিকে নিয়ে এসো, এক সাথে আজ খেতে হয়।"

ঘাটের মড়া নিয়ে এসে হাজির ক'রলো দুলাল। রতন নিজের হাতে খাবার গুঁজে দেয়। কশ বেয়ে গড়িয়ে আসে। তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলো। স্বামীর পাতে খেতে বসে রত্না লজ্জায় নতমুখী হয় দুলালের কাছে। পটলবাবু নেশার ঝোঁকে কেবল ডাকচে,—রতনমণি! ও রতন! কাছে এসো!

চোখে চোখে কথা হ'ল দু' জনের। যেন দু' জনের কেও শোনেনি।

রাত্রি আটটার পর রতনের ডাক শুনে দুলাল হাজির। ঘরে গিয়ে

দেখে ঝি, চাকর কেও নাই। কাপড় চোপড় এলোথেলো, মুখ ভার। —"দিদির হঠাৎ কি হ'ল?" মুখের দিকে একটুখানি চেয়ে থেকে মিনতির সুরে রতন ব'ললে,—লক্ষ্মী ভাই! আমার গলার হার লুকিয়ে রেখেচো কি না বল।"

"আমাকে সন্দেশ দিতে হবে, না হ'লে সংবাদ দিতে পারবো না।"

"আমাকে বাঁচালে ভাই। আজকের দিনে গায়ের সোনা হারানো কম অলক্ষণের কথা নয়। যে হারটার তুমি ও বেলায় প্রশংসা ক'রছিলে সেইটাই—দিয়েছিলেন আমাকে শ্বশুর। আমার সব গেলেও এই হারছড়াটার কথা ভুলতে পারি না।"

দুলাল হাসি ছেড়ে রেখে ব'ললে,—"দিদি! সত্যি ও হারের খবর জানি না আমি।

এমন আর্ত্ত অবস্থা রতনের দুলাল কল্পনা করেনি। সামনে একটা বেদী বাঁধান ছিল। মাঝে মাঝে কালীপূজা হয়। তাতেই হাত রেখে দিব্বি করান চ'লতে লাগলো। মায়ের হাতে খাঁড়া আছে, তিনি ঠিক বিচার ক'রবেন। এক দিক থেকে ঝি, চাকর দিব্বি ক'রে যায়,—আপন আপন ছেলে ভাইএর সর্ব্বনাশ হবে, আমরা যদি এর বিন্দু বিসর্গ জানি!

দুলাল হেসে আকুল। সে হাসিতে যোগ দিল না রতন।

মায়া লেখাপড়া জানা সুন্দরী বিধবা। সে না পারে এমন কাজ নাই। রতনকে শেলাই শিখিয়েছে। থাকে ম্যানেজারের বাড়ীতে। লোকে বলে তাঁর সাথে ভাব আছে। কিন্তু সাক্ষী নাই! ম্যানেজারবাবু বলেন আমার আত্মীয়া। সব চেয়ে আশ্চর্য্য, বৌ আছে এই এক বাড়ীতেই। দোষ থাকলে সে ছেড়ে কথা কইতো না! এই একটা মানুষই এখন সহচর রতনের।

রতনমণির চোখ ফুটলো মায়ার কথা শুনে।—"কী যে কর ঠিক নাই, তোমার নূতন বাবুর বাক্‌সো দেখেচো। আমি ব'লচি—দেখই না।"

রতনের অনিচ্ছায় এ কাজ হ'লো। দেখে,—রাখা আছে অতি যত্ন ক'রে বাক্‌সোর এক কোণে। লজ্জায় ম'রে গেল ভগ্নীর অদৃষ্ট ভেবে। বাবার যেমন কাজ নাই। করলেন কী তিনি!

—"তুই কি ক'রে জানলি মায়া?" – কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ব'ললে। সে কথা শোনা গেল না। কপালের উপর চোখ তুলে রত্না ব'ললে চাপা সুরে,—"এ কথা যেন না শোনে কেও।"

"পাগল!"—ব'লে মায়াও মুখ ভার ক'রলো।

"—সে যে জানতে পারবে। কেমন ক'রে মুখ দেখাব দুলালের কাছে?"

—"তুমি একটা আস্ত পাগল। ও জানবে—চোরের উপর বাটপাড়ি হ'য়েচে। ব্যস্!"

সন্দেহ যা ছিল একটু মনের কোণে দুলাল চুকিয়ে দিল নিজের এজাহারে,—"আমি আর থাকবো না, দিদি! আমাকে বিদায় দিন।"

মুখ ভার ক'রে রত্না ব'ললে,—"হঠাৎ যাবার কথা কেন?"

—"কাল থেকে যে মুখ ভার, একটা সামান্য হারের জন্য।"—কথা নিয়ে জবাব দিল,—"আমার কাছে ওটা সামান্য নয় কতবার ব'ললাম, তুমি বুঝতেই পারলে না!"

—"আচ্ছা, কিছু দিন ছেড়ে দিন, আমি আপনাকে সোনার হার অমনি একটা গড়িয়ে দেবো।" বেসুরো উত্তর এলো,—"তোমার দান আমি নেবো কেন?"

প্রতি-উত্তর ফিরে এলো, সেই তালেই,—"আমি আপনার দাসত্ব করবো কেন?"

দুলালকে কিছুতেই রাখতে পারলো না। রতন হাসি দিয়ে ভেতরের ভাবকে পারলো না চাপতে। আত্মীয়কে কখনো কাজের নাম ক'রে আনতে আছে! হাজার মাতাল হ'লেও পটলবাবু ঠিক ব'লেছিলেন—"যার কৈফিয়ৎ নিতে পারবে না, তাকে কেন কাজের জন্য ডেকে আনচো?"

সে ব্যাচারা বেশী ব'লতে সাহস পায়নি। দোষী সব দিক থেকে ত!

ঠিক যাবার সময় রতন এক গাদা ভাল ভাল কাপড় এনে ব'ললে, "এগুলো আমার বোনকে দিয়ো। আর এই গলার হারটা।"

দুলাল ফিরিয়ে না দিয়ে ব'ললে,—"এই কয়দিনের মজুরি পেলাম বুঝি!" রত্না কোন জবাব দিল না। আপন মনেই দুলাল ব'ললে হেসে,—"আবার আসতে পাবো তো?" সে হাসিতে হাসি ফিরে এলো না। ভাবলে দুলাল,—সে দিনের কথা ভুলতে পারেননি দিদি!—"তুমি কি আর আসবে ভাই!"

পটলবাবু বাড়ীতে থাকলে নিশ্চয়ই ছাড়তেন না দুলালকে। তিনি চ'লে গেছেন নিজের আড্ডায় কোলকাতায়। তাঁর মন প'ড়ে থাকে সেইখানেই। এমন সুন্দর বৌ থাকতে কি যে সুখ পান, তিনিই জানেন।

দুলাল শ্বশুর বাড়ীতে পা দিতেই এক দিক থেকে প্রশ্ন এলো, "—এর মধ্যে চ'লে এলে?" বাড়ীর বয়স্থ মানুষগুলো কোন কথা কয় না। যেন আপন মনেই বলে,—চুপ, চুপ! দিনটা কোন গতিকে কাটিয়ে, রাত্রের দ্বিতীয় প্রহরে বৌকে গিয়ে উপহার দিলো তার দিদির দেওয়া জিনিষগুলো। আশ্চর্য্য মেয়ে রাত্রি! বড়লোকের মেয়ে আভিজাত্য যাবে কোথা! সব জিনিষ দুলালের গায়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে ফেলে দিলো। দুলাল নির্ব্বাক! রাত্রি কেঁদে নিজেকে সংযত না ক'রতে পেরে ব'ললো,—"তুমি আমার জন্য দিদির বাড়ীতে চুরি ক'রতে গিয়েছিলে? এগুলোও কি এনেছো চুরি ক'রে? তোমার লজ্জা করে না—"

একটা কথারও উত্তর দিলো না দুলাল। শুনতে পেলো সে ব'লে চলেছে একতরফা—"তুমি দিদির হার চুরি ক'রেচো? কী ক'রে আমি মুখ দেখাব লোকের কাছে!"—সে কী কান্না! দুঃখের আবেগে সে ব্যাচারা চ'লে গেল ঘর ছেড়ে। রাত্রি তিনটা অবধি অপেক্ষা ক'রলো দুলাল। কি জানি, কখন এসে পড়ে! বুঝলো এ রাগ পড়বার নয়। সারা ঘরে জিনিষপত্র ছড়ানো। আলো তখন জ্বলছিল ঘরে। নিবিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

নিজের বাড়ীতে গিয়ে দেখে বাড়ীর দরজা লাগান। দরোয়ান শ্বশুর বাড়ীতে পাহারা দিচ্ছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে। বার কতক ধাক্কা দিতেই উঠে এসে দিলো দরজা খুলে। বাড়ী বের হবার সময় মনে ক'রলো দারোয়ানকে একবার ব'লে যায়। সাত-পাঁচ ভেবে সদর ঘরে একখান চিঠি লিখে রেখে চ'লে গেল।

শ্বশুর বাড়ীর তরফ থেকে তিন দিন, তিন রাত কেও খোঁজ নিলো না—জামাই এলো না কেন?

হঠাৎ ভৈরববাবু একদিন প্রশ্ন ক'রলেন,—"দুলাল এসেচে শুনলাম, কৈ আমার সঙ্গে দেখা ক'রলো না?"

সেই দিন খোঁজ পড়লো। তাইতো! আসে না কেন? দারোয়ান ব'ললে, -বাবু রাতে এসেছিলেন, তখুনি চ'লে গেলেন। কিছু ব'লে যাননি। রাত্রি মুখ গম্ভীর ক'রে কোন উত্তর দেয় না।

ভৈরববাবু ব'ললেন,—"জানি, ওকে নিয়ে অনেক অশান্তি পেতে হবে।"

দারোয়ান ছুটতে ছুটতে এসে ব'ললে,—"জামাইবাবু চিঠিতে সব লিখে গেছেন।"

চিঠি খুলে তাজ্জব!

······বড় লোক আপনারা বটেন, না ব'ললেও বুঝতে পারি। বারে

বারে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে ভারী কষ্ট হয়। অনেক সহ্য ক'রলাম, আপনারাই কষ্ট পাবেন ব'লে। দেখলাম আমারই ভুল। বরং আমার মত জামাই চোখের সামনে থাকলেই কষ্ট পান বেশী। আভিজাত্যে ঘা লাগে। খুব হাসি এলো কেন এতদিন ছিলাম ভেবে! সত্যি ব'লচি মুক্তির আনন্দে আজ আমি দিশেহারা। মস্ত বড় বাঁধন থেকে মুক্তি পেলাম আপনারা মনের সঙ্গে ছুটি দিলে আমার আনন্দ রাখবার স্থান থাকবে না।

ইতি—

আপনাদের অনাদরের

দুলাল।

অত বড় রাশভারি মানুষ ভৈরব বাবু। বোকা ব'নে গেলেন। তিনি আগাগোড়া কোনো সংবাদই রাখেন না। ব'লতে গেলেও ফ্যাসাদে প'ড়ে যায়, সেই জন্য লোকেও সাহস পায় না তাঁকে কিছু ব'লতে।

দুঃখ ক'রে ব'ললেন, —''কি ভুলই ক'রেচি!''

[তের]

দুলালের সঙ্গে মালপত্র বেশী নাই। কেবল বেডিং আর একটা সুটকেশ। কয়টা 'ষ্টেশন' এসেছে খেয়াল নাই। বাইরে মুখ রেখে চ'লেছে অনুদ্দেশের পথে। কেবল ফুলের গাছ, মস্ত বড় ময়দান। মরীচের গাছে জমি বোঝাই। সবই মাঠ, মানুষ নাই ব'ললেই হয়। কুল গাছের ফাঁকে ফাঁকে দু'চার ঘর মানুষের বাস। অতি দূরে পাহাড়, রেখার মত দেখা যায়।

কে ডাকলো,—জামাইবাবু! ও জামাইবাবু!"

মাথা গলিয়ে দেখে সন্ধ্যা তাকে দেখেচে দূর থেকে।

—"তুমি এখানে? আসবে আমার সাথে?"

"সত্যি ব'লচো, নিয়ে যাবে?"

কথা কাটাকাটি না ক'রে ট্রেণের ভেতর এসে ব'সলো সন্ধ্যা। ট্রেণ ছেড়ে দিল।

"তুমি তিলডাঙ্গা এলে কেন? ওখানে দেখিনা যে?"—সে কথার উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যা প্রশ্ন ক'রলো—'আমাকে ত তুললে। তুমি যাচ্ছো কোথা?"

—"শরীর ভাল নাই, দিন কতক পশ্চিম যাচ্ছি চেঞ্জে। আপাততঃ কাশী।"

আমাকে ভাই তুমি ছেড়ে দাও। তোমাকে নিয়ে আমি কাশীবাস ক'রতে যাবো না। ঐটাই কী চেঞ্জের জায়গা! এইবার বেরিবেরি নিয়ে বাড়ী আসবে দেখচি।"

—"তোমার টিকিট করা হয় নি। এইবার ঠিক করো কোথায় যাওয়া হবে?"

সন্ধ্যা নিঃশ্বাস ফেলে ব'ললে—"যেখানে দু' চোখ যায় আপত্তি নাই, —কেবল কাশী ছাড়া।"

দুলাল বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন ক'রলো,—"কাশীর উপর তোমার এত রাগ কেন ?"

সে কথা ঘুরিয়ে নিয়ে সন্ধ্যা জবাব দিলো,—"এত তাড়া কেন ? আছি ত' কিছু দিন। আমার সাথে কিন্তু টাকা পয়সা নাই ব'লে রাখচি আগে থেকে।"

—"আমি ত' দেখলাম এক কাপড়ে তুমি উঠলে।"

"না,—না গো মশাই, এই দেখ আমার কাপড় জামা সাথেই আছে। আমি যে যাচ্ছিলাম এক জায়গায়।"

"কোন্ জায়গায় ?—ব'লতে কি বাধা আছে !"

—"পরে ব'লবো। সে অনেক কথা। ট্রেণটা আর একটু দাঁড়ালে তোমাকে আমার বাড়ীটা দেখিয়ে আনতাম। তোমাদের ওখান ছেড়ে বেশ আছি।"

ট্রেণ এসে একটা বড় 'ষ্টেশনে' লাগলো। নেমে প'ড়লো দুলাল। ছুটতে ছুটতে এসে ব'ললে,—"অযোধ্যার টিকিট ক'রে এলাম দু' জনেরই। কেমন ?"

"বেশ ! রামচন্দ্রের দেশটা দেখে আসা যাক। ও জামাই বাবু ! তুমি যে বড় একা একা চ'ললে ! ওঁরা ছেড়ে দিলেন কেমন ক'রে ! বৌকে আনলে না ! তীর্থে কখনো একা যেতে আছে ?"

"কেন, তুমিই ত সঙ্গে চ'ললে। একা আর রইলাম কৈ ! আমার আচ্ছা কপাল বটে ! এলাম চাকরি ক'রতে, হয়ে গেলাম রাজার জামাই। বেরিয়ে এলাম একা একা তীর্থ ক'রতে—"

কথা ব'লতে না দিয়ে উত্তর করলো,—"থামুন মশাই ! জামাই

বাবুর বুঝি গোসা ক'রে আসা হ'য়েছে। আমার সাথে যাওয়া হ'চ্চে, তাঁরা যদি জানতে পারেন—"

—"ভয় লাগচে না কি তোমার, সন্ধ্যা ?"

ব্যঙ্গের সুরে ব'ললে,—"আমার ! চোখের কোণে হাসি খেলে গেল।

—"আমি যদি বলি, তোমার অনুমান ঠিক। আমি শ্বশুরবাড়ী আর যাবো না।"

—"আমিও তোমাকে না নিয়ে ছাড়বো না। জামাইবাবুর আমার রাগ দেখো !"

রাত্রি যখন নয়টা বেজে গেছে, সন্ধ্যা কথা থামিয়ে ব'ললে,—"আমাকে কিছু খরচ দিয়ে রাখো। ঠিক ঠিক জমা-খরচ দেবো।"

দুলাল হেসে ব'ললে,—"এই নাও না সব কিছুই।"

সুটকেশের চাবি ফেলে দিলো সন্ধ্যার আঁচলে। কথা কাটাকাটি না ক'রে পাঁচটা টাকা বের ক'রলো বাক্সোর ভেতর থেকে। চাবি রাখলো নিজের কাছেই।

জামাইবাবুর রাগ ক'রে আসাই বটে ! গাড়ী থামতেই বাহির থেকে ঠোঙায় ক'রে খাবার নিয়ে হাজির ! খাবারবাহী কাঁচের গাড়ী ঠেলে আসচে যে দোকানদার, তাকে হুকুম ক'রলো বাবুর হাতে জল দেবার !

"—তুমি যে খেলে না বড় !"

"ট্রেণে আমাদের খাওয়া পোষায় না। আমরা যে মেয়ে মানুষ !"

"বাঃ ! তাই বুঝি হয় ! আমরা দুজনে ভাগ ক'রে খাবো।"

"তোমার বুঝি রামায়ণ, মহাভারত পড়া নাই ?"

গাড়ী তর্ক শোনবার জন্য অপেক্ষা ক'রলো না। পাশ দিয়ে আর একটা ট্রেণ রসভঙ্গ ক'রে চ'লে গেল।

শোবার কষ্ট যাকে ব'লতে হয়। যত সব নোংরা লোক জায়গা

জুড়ে শুয়ে আছে, এত ব'ললে যদি উঠতে চায়! যদি মেয়েমানুষের একটু খাতির করে! যেন কেনা জায়গা! আগে ওঠা বটে! ভদ্রলোক দু' একজন যা আছেন বিছানা ছড়িয়ে অধিকার জাহির ক'রে ব'সে, সেখানে প্রবেশ করে কার সাধ্য! ব'সে ব'সেই দুলাল কাজ সারলো। সুটকেশের চার্জ্জ নিয়ে সন্ধ্যা ত' অনড়। দুই চোখ জাগিয়ে ব'সে। ভোরের দিকে দুলালের দয়া হ'ল।

—"তুমি আমার ঘাড়ে মাথা রেখে একটু শোও না!"

সন্ধ্যা হেসে ব'ললে,—"লোকে কি ব'লবে?"

ঠিক মত ঘুমাতে না পেয়ে বিরক্ত হ'য়েছিল দুলাল, ব'ললে—ম'রলে ত সব ঐ ক'রেই। সে কথার জবাব না দিয়ে ব'ললে,—"তুমি বড় ক্লাসের টিকিট করনি কেন?

— "যে হেতু আমি বড় লোক নই!"

—"এক রাত্রি না ঘুমিয়েই যে বাবুর—"

"থাক,—থাক! এক কাপ চায়ের যোগাড় দেখ।"

সেই বাসি মুখেই চায়ের সদ্ব্যবহার হ'লো।

—"তুমি খাবে না সন্ধ্যা?"

—"আমি ত' আগেই ব'লেচি, ট্রেণে কিছু খাই না।"

দুর্ভোগ যাকে ব'লতে হয় দু'দিন। দুলাল ব'ললে,—"তুমি না থাকলে একা আমি হাঁপিয়ে উঠতাম।"

—"তবে বাবুর বাহাদুরি দেখিয়ে আসবার মানে?"

কথার উত্তর দেবার আগেই পাণ্ডারা ছেঁকে ধ'রলো। বাপ দাদার নাম দু'জনের মধ্যে একজন যদি বলে! দুলাল স্পষ্ট ব'ললো,—'আগে যাকে আমার নজরে প'ড়েচে, সেই আমার পাণ্ডা!"—সে ত মহা খুসী! অন্য দল ব'ললো,—"চলো, একবার দেখে নিচ্ছি।"

বিকাল থেকে ট্যাক্সি ক'রে যা দেখবার সব দেখে নিতে লাগলো। সাধুদের আস্তানা এখানে দেখবার মত। রামনামের ধূম চলেচে। রামায়েৎ সম্প্রদায়ের এই বোধ হয় মূলকেন্দ্র।

সরযূনদীর ঘাট দেখবার মত। অতি সুন্দর! লোকের তেমন ভীড় নাই। ঐ নদীর সাথে অনেক কথা মনে এলো।

রাজার বাড়ীর ঠাকুর দালান বেশ সাজান। দেখলে লোকের শ্রদ্ধা জাগে। ঠাকুরের উপর নজর আছে। সন্ধ্যাবেলায় নানা রঙের আলো দেওয়ায় দেখতে ভারী সুন্দর লাগলো।

বাসায় এসে সন্ধ্যা ব'ললো,—"আমি এখানে থাকবো না। এত বাঁদরের অত্যাচ্যার। অস্থির ক'রলো। রেঁধে খেতে দেবে না!"

—'আবার কেন কষ্ট ক'রে রাঁধতে গেলে?"

—"আমি যে কারুর হাতে খাই না?"

চোখের দিকে চেয়ে ব'ললো,—"দিন দিন হ'লে কী?"

—"এরই নাম বুঝি হওয়া?"

খেতে ব'সে দুলাল মহা খুসী!—সত্যি ভাই, এমন খাবার জীবনে খাইনি! তোমার রান্না বটে!!"

—"না, না গো মশাই! তোমার দু' দিন না খাওয়ার খিদে।"

একই ঘরে দু'জনের শয়ন হ'লো। পাশাপাশি দু'খান দড়ির খাটিয়া। স্বল্প বিছানায় বেশ কাজ চলে এই খাটিয়ায়। দুলাল ব'ললো,—"এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা।"

পরের দিন পাণ্ডা মহারাজ বৌএর নাম পাকা খাতায় লিখতে গিয়ে ধমক খেলো সন্ধ্যার কাছে—

—"দুলাল যে আমার ছোট ভাই!"

[চৌদ্দ]

আট টাকা মোটর ঠিক ক'রে বেরুলো সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে। দুলালের কেবল গড়িমিশি। একে ত আগ্রা সহর দেখতে হবে একদিনে। তাও যদি দেরি করে! তাজমহল প্রথম দেখে ভাব হ'ল না দু'জনেরই। বোধ হয় বেশী শোনা ছিল ব'লেই। ফোর্টের ভিতর ঢুকে এক জায়গায় শুনলো গাইডের কাছে, এইখান থেকে বাদসাহ সাজাহান দেখতেন তাঁর প্রিয়তমার সমাধি মন্দির। একখানা মস্ত বড় শ্বেত পাথর পড়ে রয়েচে এখনও আসনের জন্য! দু'জনের চোখেই জল এলো। একবার দেখে তাজমহলের কেও যেন সমালোচনা না করেন!"

দুলাল ভাবের আবেগে ব'ললো,—"আমাদের এক জনের মৃত্যুর পর আর একজন যদি বেঁচে থাকে, সে কি এমনি ক'রে ভাবতে পারবে?"

সন্ধ্যা কথার জবাব না দিয়ে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে নিলো।

—"আজ একটা নভেলের গল্প ক'রবো। নভেল পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। লোকের মত প'ড়ে আমি ভুলে যাই না।"

—"বাঃ! তুমি আমাকে খোঁচা দিয়ে ব'ললে!"

সন্ধ্যা হেসে আকুল। "ঘরে কে,—না, আমি ত কলা খাই নি। তুমিই ত' বল এত নভেল পড়ি, একটা কথাও মনে থাকে না।"

চেষ্টা ক'রেও আগ্রা সহরের মায়া কাটাতে পারেনি। জ্যোৎস্নালোকে তাজ দেখতে গিয়েই ট্রেণের সময় ক'রতে পারেনি। ধূলোতে ভেতর বোঝাই থাকলেও সমস্ত ঘর জোড়া কারপেট। সুন্দর ক্যাম্বিসের খাট। খাওয়ার বন্দোবস্ত চেয়ার টেবিলে। সন্ধ্যা হোটেলের খাবার খায় না।

রাত্রে দুধ মিষ্টি সামান্য খেয়ে নেয়। দিনে নিজে রেঁধে খায়। দুলাল ভাগও নেয়, হোটেলেও খায়।

দুলাল শুয়ে আছে, সন্ধ্যা একখান খাটে তার সামনে দিকে মুখ রেখে গল্প ব'লতে ব'সলো। শ্রোতা পেলে তার গল্প ফুরোয় না। —"এক জনের বিয়ে হ'ল, সব হ'ল। বিয়ের দিন থেকে বর গেল পালিয়ে। সাধু হ'য়ে নয়! একজন মেয়ের সাথে আগে থেকে ভাব ছিল। সে না কি গলায় দড়ি দিয়ে ম'রতে চেয়েছিল। ব্যাচারার দোষ দেওয়া যায় না। একটা মেয়ে মানুষ হত্যার কারণ ত' সে হ'তে পারে না! বিশেষ তাকে ভালবাসে। খোঁজ নিয়ে জানলে ছাতার বাঁটের কাজ ক'রে দিন দেড় টাকা, দু'টাকা উপায়! চাঁপাতলায় বাসা বেঁধে আছে যেন সুখের পায়রা। দু'পক্ষের খোঁচা খুঁচিতে বাসা তাদের ভেঙে গেল। উভয় পক্ষই একযোগে রায় প্রকাশ করলো, মেয়েটা একটু বড় সড় হ'লে যাবে কোথা বাছাধন! বেড়াক উড়ে' দিন কতক! তার সঙ্গের সাথী পরের বাড়ী চাকরী ক'রে নিজের পেটের ভাত, পরণের কাপড় নেয় যোগাড় ক'রে। ভাব যাকে ব'লতে হয়! নভেল খান প'ড়ে আমার খুব ভাল লাগলো।

দুলাল গম্ভীর ভাবে ব'ললে,—"এর মধ্যে ভাল লাগা-লাগির কী এলো?"

সন্ধ্যাও না হেসে ব'ললে,—সকলের রুচি ত সমান নয়। শেষটা শোন। তারপর সেই মেয়েটার, বুঝতে পারচো না বোধ হয় কোন্‌টার —সেই পরিত্যক্তা মেয়েটার যৌবন এলো দু'কূল ছাপিয়ে। তখন সে খুঁজছে কাকে ভালবাসবে! বাড়ীর লোক বুঝিয়ে ব'ললো,—তার স্বামী আছে বিদেশে। কোন দিন না কোন দিন আসবেনই। সতীর তেজ থাকলে আসবার সময় সংক্ষিপ্ত হওয়া বিচিত্র নয়। বাড়ীর লোক,

স্বামীর এক খান ফটো,—তাও ‘গ্রুপের’ ভেতর,—দেখিয়ে ব’ললে, —এঁরই পূজো ক’রো, তোমার ইহকাল পরকাল সব ঠিক থাকবে। মেয়েটার তখন জ্ঞান হ’য়েচে। মনকে বোঝাবার মত কিছু পেলো না।

তারপরের ঘটনা শোনবার মত। মেয়েটী ভালবাসলে যাকে, তার বয়স অন্ততঃ পঁচিশ বছর বড়। প্রথমটা লোকে কেও ভাবতে পারেনি। এও কী সম্ভব! পরে প্রকাশ পেলো, ধরা পড়লো আপনা থেকে। কী কেলেঙ্কারি! বাপ মা ত ঘরের ভেতর দরজা দিয়ে মাথা খোঁড়েন। আশ্চর্য্য লোকের ক্ষমতা! সন্ধান ক’রে বের ক’রলো। কথা এ কান ও কান হ’তে দেশের জমীদারের কানে উঠলো। তিনি খবর পেলেন, বাড়ীর লোক অন্য লোকের দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানকে নষ্ট করতে চায়। আর যায় কোথা. আগুন জ্বলে উঠলো। তিনি ব’ললেন,—আমার রাজ্যে ভ্রূণহত্যা! মেয়েটির মা-বাপকে বুঝিয়ে ব’ললেন,—আমি অতি গোপনে ব্যবস্থা ক’রে দেবো। তোমরা মহাপাতকের কাজ ক’রো না।

বাপ-মা তাঁকে বিশ্বাস ক’রতে পারলো না। সে গ্রামের লোক যোগ দিল বাড়ীর লোকের সাথে। জমীদারের বাড়াবাড়ি কেও বরদাস্ত করলো না। জমীদারও ছাড়বার পাত্র নয়! একটা সুন্দর টুকটুকে ছেলেকে কোথা হ’তে যোগাড় ক’রলেন পাহারা দেবার জন্যে, যেন কোনো মতে ফাঁক ক’রে অন্যায় না ক’রে বসে!

দুলাল বিছানা ছেড়ে উঠে ব’সলো, ব’ললে,—“এটা কী তোমার বইএর গল্প?”

“কেন, তোমার বিশ্বাস হ’চ্ছে না? শেষটা শোন।”

“না, আমি শেষ শুনতে চাই না। আমি শুনতে চাই তার স্বামীর দেখা পেয়েচে কি না?”

"—এতক্ষণে তুমি হাসালে। লেখকের ইচ্ছা নয়, তার স্বামী এলেও জোড়াতালি দিয়ে কোনো গতিকে সংসার করান। তোমাকে শেষটা না শুনিয়ে ছাড়বো না।"

দুলাল কোন জবাব না দিয়ে চেয়ে রইলো সন্ধ্যার সেই সুন্দর ছলছল চোখের দিকে।

—"মেয়েটির দোষ জানাজানি হ'লেও, বাড়ীর লোকের এক রকম গা-সওয়া হ'য়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই বাড়ীর লোকই এক অশান্তির মধ্যে এসে প'ড়লো। সেই বাড়ীর একটা মেয়ের বিয়ের সময় মাথা নাড়া দিয়ে ব'ললো গ্রামের লোক, —এ বাড়ীতে যে রকম ধারা অনাচার, তা'তে কেও পাত পাড়বে না। সে ব্যাচারা চোখের জল ফেলে পালিয়ে বাঁচলো।"

লেখকের লেখা নিশ্চয়ই করুণ রসে ভরা ছিল। না হ'লে সন্ধ্যার চোখে কেন জল দেখা দেবে!

সন্ধ্যার কাছে এসে দুলাল ব'সলো, নিজের রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে ব'ললো, —"দিদি! তুমি না ব'ললেও বুঝলাম, এ কার কথা!"

দুলালের মুখে এই প্রথম 'দিদি' শুনে চ'মকে উঠলো সন্ধ্যা। সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে 'আসি' বলে। আসার নাম নাই, এক ঘণ্টা কেটে গেল! দুলাল খোঁজ নিতে গিয়ে দেখে, বাইরে একটা দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে আছে আকাশের দিকে চেয়ে!

—"দিদি! আমি একা প'ড়ে রইলাম, তুমি আচ্ছা ত!"

—"লক্ষ্মী ভাই! আজ আমাকে একটু একা থাকতে দাও। কাল থেকে যা ব'লবে, তাই শুনবো।"

বাইরে তখন এলোমেলো বাতাস। খণ্ড খণ্ড মেঘ ছুটে বেড়াচ্চে নীল আকাশের গায়।

হাত ধ'রে বললো,—"দিদি! এসো?"

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ব'ললে,—"আজ না।"

ঘরের ভেতর গিয়ে দুলাল একখানা লম্বা চিঠি লিখ্‌লো। কী যে মাথা মুণ্ডু নিজেই বুঝতে পারলো না; মনে মনে ভাবলো টাকা পয়সা রেখে দিয়ে চ'লে যাবে এক বস্ত্রে। মেয়ে মানুষ, পথ থেকে তাকে ধ'রে এনেচে, —টাকার দরকার তাঁরই। সন্ধ্যার হাত গায়ে লাগাতে চেতনা হ'লো। সন্ধ্যার মুখে হাসি ধরে না।

—"কাল রাত্রে কী পাগলামি ক'রছিলে?"

—"চোর যেন কত সাধু,—"কী!"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর দিলো,—"আবার কী! কাকে চিঠি লেখা হ'য়েচে? সমস্ত রাত ব'সে ব'সে কি ক'রেচো? এক রাত জেগে চেহারা খানা দেখ!"

দুলাল লাফিয়ে উঠে ব'ললো,—"আমার চিঠি দাও। পরের চিঠি তুমি না ব'লে নাও।"

সন্ধ্যা হেসে গ'ড়িয়ে প'ড়লো।—"না গো! আমি পরের চিঠি চুরি ক'রে পড়িনি। আমার নিজের চিঠি আমি প'ড়তে পাবো না!"

দুই হাত ধ'রে ব'ললো,—"কেন তুমি প'ড়লে?"

হাত এবার ছাড়িয়ে নিলো না সন্ধ্যা।

চোখের দিকে না চেয়ে ভারী গলায় ব'ললো,—"সন্ধ্যা! বড় লোকে না পারে এমন কাজ নাই। তাদের দ্বারা সংসারের যদি কিছু হবার উপায় আছে?"

—"বাঃ! এ কথা তুমি কেন ব'লচো? তাঁরা কত লোক প্রতিপালন করেন! বড় গাছে কত পাখী বাসা নিয়ে থাকে।"

—"তোমার অভিজ্ঞতা নাই। তাঁরা লড়াই দেখবার জন্য যেমন ভেড়া

রাখেন, তেমনি তামাসা দেখবার জন্য রাখেন কতকগুলো ইতর প্রকৃতির লোককে,—নিজের প্রশংসা শোনবার জন্য, আর ইতরামি দেখবার জন্য। পয়সা খরচ ক'রে লোকেদের করেন সর্ব্বনাশ!"

—"সকালে হঠাৎ এ প্রসঙ্গ কেন? তোমার ত' কোন অন্যায় করেননি বড়লোকে?"

হাসির ছলে ব'ললেও গা লাগলো দুলালের। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ব'ললো,—"আমি রেখে ঢেকে ব'লচি না। তারা গরীব জামাইদেরকে পোষে, উপায়ান্তর না দেখেই। তাদের মনুষ্যত্ব জাগতে দেখলে পারেন না বরদাস্ত ক'রতে! যেহেতু তা'দের অর্থ নাই।"

চোখ তুলে চাইতে পারলো না দুলাল। সন্ধ্যা ব'লে চ'ললো,—'বড়লোকের জামাইরাই বা কি কম!"

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ব'ললো,—"তাই ত ব'লচি।"

—"আর তোমার বলার বালাই! আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম, নিজেকে বোঝাতে না পেরে কেবল লড়াই ক'রছিলে তুমি।" মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল—"দিদি। কেমন? বল, ঠিক কি না?"

একবার মাত্র চেয়ে, মুখ নামিয়ে নিলো দুলাল।

"দিদি! তুমি কাকে ভালবাস?"

"ফের দিদি! সকালে আমার গল্প ভাল লাগে না। পেটেত' খেতে হবে, এখন যাই।"

জ্যোৎস্নার চাঁদ যেন লুকিয়ে প'ড়লো একখানা ছোট্ট মেঘের অন্তরালে।

বেলা তখনো ন'টা বাজেনি, নীচেকার ঘরে সন্ধ্যা রান্নায় ব্যস্ত। এমন সময় দেখে—দুলাল এসে হাজির।

—"তুমি যে এখানে বড়?"

—"কেন? এলে কি দোষ আছে?"

"ধোঁয়ায় মাথা ধ'রবে, তোমাদের যে অভ্যাস নাই।"

"তাও ভাল—" কথা শেষ ক'রতে দিলো না সন্ধ্যা। হেসে উঠলো, ব'ললে,—"তুমি যে বড় ব'সলে!"

"তুমিত আচ্ছা মানুষ! ব'সলে ধোঁয়ো কম লাগে, জানো না!"

—"আমিত ব'সতে বলিনি, উপরেই যেতে ব'লচি।"

মুখ ভার ক'র দুলাল ব'ললো,—"একা থাকতে ভাল লাগলো না তাই এলাম।"

—"এই আসার সময় বুঝি? দেখবে তখন মাথা ধ'রে কষ্ট পাবে।"

—"একটা কথা ব'লে যাই। তুমিত' থাকতে দেবে না জানি। আচ্ছা, বড়লোকগুলো নীচের দিকে দৃষ্টি দেয় না কেন? আমার নিজের জানা আছে সন্ধ্যা, নিজের আত্মীয়দের মধ্যে যদি কেও বড়লোক থাকে, সেত, লজ্জা বোধ করে চোখ মেলে চেয়ে দেখতে। আর এক পক্ষ. হিংসায় না কি জানি না, আস্তাকুড় দিয়ে যাবে, তবু আত্মীয় বড়লোকের নাম শুনবে না!"

ব্যথা কোথায় বুঝতে না পেরে সন্ধ্যা ব'ললো,—"ও সকল জাতির, সব সমাজের এক বুলি। ওর মধ্যে নূতন কিছু নাই।"

—"তুমি ভুল ব'লচো সন্ধ্যা। আমি নিজের চোখে দেখচি মোটর থেকে নেমে সদ্য আগত একটি দীন দরিদ্র মজুরের মৃতের কবরে মাটি দিতে। আর একদিন দেখলাম,—মার্ব্বেল-হল্ থেকে বেরিয়ে গিয়ে অতি সাধারণদের সাথে নমাজ প'ড়তে।"

—"কেন ব'লতে পারো?"

"পারবো না কেন? ছুঁৎমার্গ তফাৎ ক'রে রেখেচে। হাড়ী যদি বাগ্দীর ঘর ঢোকে সে ফেলে দেয় খাবার দ্রব্য, জাতি যাবে ব'লে।"

সন্ধ্যা হেসে ব'ললো,—"লক্ষ্মী ভাই! তুমি উপরে যাও, আমি আজ থেকে ছোঁওয়াছুঁযি ছাড়লাম। কেমন, খুসী ত'?"

—"আর একটা কথা ব'লবো। বড়লোকের বাড়ীতে আবার অনেকে মেয়ে নিয়ে ঢোকে, আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে। কী জানি, যদি চোখে ধ'রে যায় ভবিষ্যৎ মালিকের। শ্বশুর-শাশুড়ীকে তুষ্ট ক'রতে যায় কাজ দেখিয়ে। পিঠে এক একজনের প্রচারক থাকে ঢাক পিটুবার। এ দৈন্য দেখে সকলকার লজ্জা করে। ঠিক বটে কিনা, তুমিই বল!"

চমকে উঠে ব'ললো সন্ধ্যা,—"তুমি জানলে কি ক'রে?"

নিশ্বাস ফেলে চলে গেল দুলাল,—যেন কত অপরাধী! যেতে গিয়ে ফিরে এলো আবার। "এখনও জানার বাকী আছে না কি?" আগুনের আঁচে রাঙা মুখখানি নজরে প'ড়লো সন্ধ্যার। সে মৃদু মৃদু হাসচে তার দিকে চেয়ে। মুখের কথা র'য়ে গেল 'দুলালের'।

[পনর]

দিনের ঘুম বরাবরের অভ্যাস। ঘুম থেকে উঠেই ডাকলো,—"সন্ধ্যা, ও সন্ধ্যা! দিদি, ও দিদি!"—থাকলেই ত' উত্তর দেবে। বয় এসে একখান চিঠি দিয়ে গেল। মেয়েলী ছাদে লেখা,—খামে আঁটা।

—"আমি জীবনে জ্ঞান বিশ্বাস মতে কখনও অন্যায় করিনি। লোকে কত ব'লেচে এটা তোমার পাপ হ'লো। ভেতরের মানুষ কখনও সে কথায় সায় দেয়নি। আজ জ্ঞান বিশ্বাসমতে অন্যায় ক'রলাম। তোমার ভার নিয়ে একা ছেড়ে পালালাম। সত্যি তুমি আমার চেয়ে দু'মাসের ছোট। তোমাকে প্রথম দিন দেখা অবধি ভাই ছাড়া কিছু ভাবতে পারিনি। তোমার দোষ দেবো না। আমারও ত রক্ত মাংসের শরীর! লক্ষ্মী ভাই আমার! আমি নাআসা পর্য্যন্ত তুমি এখানে থাকবে। পনর দিনও লাগবে না। বাড়ীর বন্দোবস্ত ক'রে, আর মনের বল নিয়ে আসবো। যদি না থাকো, তোমার দিদির রক্তে পা ধোবে।

একখানা ছোট খাতায় হিসাব লেখা আছে। এ লিখতে গিয়ে তোমাকে কষ্ট দিলাম বুঝি! কী ক'রবো! তোমার টাকা থেকে দুশো টাকা চুরি ক'রেচি। কারণ, না ব'লেত' নিলাম। জানাতে গেলে তুমি ছাড়তে না নিশ্চয় আমাকে। তাই পালালাম চুরি ক'রে।

লক্ষ্মী ভাই আমার, এসে যেন দেখা পাই। ইতি—

তোমার সন্ধ্যা।

দুলাল বিশ্বাস ক'রতে পারলো না, এও কি সম্ভব! মনিব্যাগ খুলে বয সার্ভেণ্টকে পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার দিলো। এত ব. দান জীবনে সে পায়নি। বুঝতে না পেরে একটুখানি পরে এসে ব'ললো,—"ম্যানেজার বাবু এখনও অফিসে আসেন নি। আপনার হিসাব পরে ঠিক হবে।"

বাবু হেসে ব'ললেন,—"আমি তোমাকে বক্‌শিস্ দিলাম।"

ব্যাচারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নিজের মনকে বোঝালো, -বড়লোক ভাল সংবাদ পেলে এমনি দানই ক'রে থাকে। সেবার একজন বড়লোক টেলিগ্রাফের পিওনকে দশ টাকা দিয়েছিলেন। এ সংবাদ বোধ হয় আরও জবর!

একশ' টাকার একখান নোট চাকরের হাতে দিয়ে ব'ললো.— ম্যানেজার বাবুকে ব'লবে, আমার সময় নাই, চ'ললাম।"

—"আপনি ত মাত্র দু'দিন এসেছেন, বাকী টাকা কাকে ফিরিয়ে দেবো?"

—"তুই নিবি?"

চাকরটা ভাবলো, বাবুর কী মাথার দোষ আছে? এতো বাড়াবাড়ি বরদাস্ত ক'রতে পারলে না। পলকে রাষ্ট্র হ'ল বাবু দানছত্র খুলেছেন। হোটেলের ইতিহাসে এ নতন। ভদ্রলোকেরা পর্যাপ্ত মুখে একটু মদের গন্ধ পেলো না।

ষ্টেশনে এমন ভীড় জীবনে দেখেনি দুলালের "ডোণ্ট কেয়ার!" সে প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। আটটার ট্রেনে ছাড়লো দশটায়। মানুষের কষ্ট নিবারণের ক্ষমতা যদি মানুষের থাকে! তবে এর প্রতিকার করার দরকার।

দুলাল জানে, বড়লোক এক জাতি যারা সাধারণকে মানুষ ব'লে চায় না মানতে। আজ আবার পরীক্ষার সামনে এলো। প্রথম শ্রেণীর দু'টো সিটে স্ত্রী-পুরুষ দু'জনে পা ছড়িয়ে শুয়ে! একটি মেয়ে বাঙ্কের

উপর উপুড় হ'য়ে প'ড়ে শুনচে বাইরের কলরব! হঠাৎ দুলালকে দেখে চম্‌কে উঠলো তিনজনেই। এ আবার কী! বাবুর কথায় হিন্দুস্থানী টান। ব'ললেন,—"এ ফাষ্ট ক্লাসের গাড়ী।"

দুলাল বাইরে মুখ রেখে ব'ললো,—"তাই নাকি!"

বাবুর বুঝতে বিলম্ব হ'লনা ছোকরা চাল মেরে কিছু দূর যেতে চায়। গিন্নী বাবুর সিটে উঠে গিয়ে কানে কানে কি পরামর্শ দিলেন। কথা আর শেষ হ'তে চায় না। গাড়ী পরের ষ্টেশনে লাগতেই, দারোয়ান সেলাম দিয়ে সংবাদ নিতে দাঁড়ালো। তাদের গাড়ীর ভীড় নাই। তারা শিবের গায়ের বিষাক্ত প্রাণী! পাশেই 'সার্ভেণ্টস্ রুম্'। ডাকলেই যেন সাড়া পাওয়া যায়!

দারোয়ানকে বাবু কানে কানে কি ব'লে দিলেন। এতক্ষণ কাজ চ'ললো, যেন আগেকার কালের কথা-না-বলা বায়স্কোপ! এবার সবাক্! রেলওয়ের একজন চেকার এসে দুলালকে প্রশ্ন ক'রলো—"আপনার টিকিট?"

দুলাল হেসে জবাব দিলো,—"আমার টিকিট লাগে না।" চেকার কথা কাটাকাটি না ক'রে নিজের কর্ত্তব্য কাজে কত বড় অবহিত, এই জানাবার জন্য বয়স্থ যুগলের দিকে কটাক্ষপাত ক'রলেন। সমজ্‌দার লোক না থাকলে কর্ত্তব্য কাজ ক'রেও সুখ আছে ব'লতে চান?

—"আপনাকে নেমে যেতে হবে।"

কপালের উপর চোখ তুলে জবাব দিলো,—"তার মানে? আপনি কথা ভেবে ব'লবেন।"

নিজের সম্মান নষ্ট হ'তে দেখে চেকার চড়া সুরে ব'ললেন,—"টিকিট না কেটে লম্বা লম্বা কথা বলা ভদ্রলোক, আমার ঢের দেখা আছে।"

একগাদা নোট চেকারের সামনে ফেলে দিয়ে ব'ললো,—"আমাকে

একখান জয়পুরের টিকিট দিন। দামী শাল দোশালা না থাকলে আপনারা ভাবেন অন্য রকম,—না ?"

প্রথম শ্রেণীর যাত্রীগুলো শুদ্ধ, চেকার বোকা ব'নে গেল। কর্ত্তব্য কাজ সেরে চেকার চ'লে গেল মাথা নামিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে বাঙ্কের উপর থেকে নেমে এসে মেয়েটি তার মাকে ব'ললো, "ও ভদ্রলোককে খেতে ব'লবে না !"

পরের ষ্টেশনে চাকর এসে টিফিন্ কেরিয়ার খুলে ঘরের খাবার থরে থরে সাজিয়ে রাখতে লাগলো।

মেয়েটির নাম মণি। সে বেশ সপ্রতিভ। এগিয়ে এসে ব'ললো,—"আমাদের কাছে আসুন, এক সঙ্গে খাবো।"

হিন্দি কথা দুলাল তেমন জানে না। কোন গতিকে কাজ চালিয়ে চ'ললো। মণির তাতে হাসি কত ! মণির কথা শুনে তার বাপ-মা রাগে ফুলে উঠলো। ছোঁড়াটা কী অপমানের কথাই না ব'লে বসে !

—"আমাকে বাংলা পড়াতে হবে, রাজি কিনা বলুন ?"

উত্তর শুনে যা হোক্ খুসী হ'লেন তাঁরা।

—"মাহিনা কত দেবে তুমি ?"

"আপনার আবার টাকার অভাব ! এক গাদা টাকা যে এখুনি দেখলাম। বাবুজি, বাবুজি ! কত ক'রে দিতে পারবে বাবু সাহেবকে ?" —বাবাকে ওরা বাবুজি বলে।

বাবা নিরুত্তর। মা ব'ললেন,—"এখন সব খেয়ে নাওত, পরে মাহিনার কথা হবে।"

দ্বিরুক্তি না ক'রে দুলাল একখান থালা নিয়ে ঘরের তৈয়ারী নানা-জাতীয় আহার্য্যে মন দিল। মেয়েটি এনে দিতেই থালাতে নাই। বাবু ও গিন্নী হাসি চাপতে না পেরে বাইরের দিকে মুখ ফেরালেন। একটু-

খানি সামনে নিয়ে বাবু জেদ ধ'রলেন,—"তোমাকে আরও নিতে হবে।" আর গরজ নাই, তবু দুলাল অনুরোধে কিছু গিললো। সে জানে বড়লোকদের এও এক ধরণের সৌখীন অত্যাচার।

মণি কাছ ঘেঁসে ব'সে ব'ললো,—"আপনাদের বাংলা দেশের একটা গল্প বলুন।"

"আজ খুব ঘুম এসেছে। তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে ব'লবো।"

"যাবেন তো,—যাবেন তো,—দেখবেন যেন অন্য কারো বাড়ীতে উঠবেন না। মা, তুমি বল না আমাদের বাড়ীতে উঠবার জন্য।"

বাবাকেও অনুরোধ হ'ল বলার। বাবা উত্তর ক'রলেন,—"তুইত. ব'লচিস।"

মণি মাথা নামিয়ে অভিমান ভরে ব'ললো, —"আমার কথা কেও বুঝি শোনে!"

দুলাল ব'ললো,—"দেখো, আমি শুনি কিনা! আমায় কিন্তু খাবার দিতে হবে ওমনি ধারা।"

মণি মায়ের দিকে চেয়ে ব'ললো,—"মা, বল না, দেবো।" মা কোন উত্তর দিলেন না,—হাসতে লাগলেন মৃদু মৃদু!

বাবা রবাহুতের মত ব'ললেন,—"তুই বল্ না।"

চোখ পাকিয়ে মেয়ে জবাব দিলো,—"আমার হাতে বুঝি খাবার আছে?

ফস্ ক'রে মণি প্রশ্ন ক'রে ব'সলো,—"বাবু সাহেব! আপনার বিয়ে হ'য়েচে?—কথার যদি একটু রাখ-ঢাক আছে মেয়েটার!

—"হ্যাঁ বিয়ে হ'য়েচে। বৌ আমাকে পছন্দ করেনি, তাড়িয়ে দিয়েচে।"

কথার অর্থ বুঝতে পারলো না মেয়েটা। চেয়ে রইলো ফ্যাল ফ্যাল

ক'রে। সে জানে একমাত্র পুরুষেরই অধিকার আছে স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করার!

" বৌ এলে তাকে আপনি নেবেন না?"

"সেই নেবে না। তারা যে বড়লোক!"

দুলাল হাতে মাথা দিয়ে শুয়ে প'ড়লো মিথ্যা অর্থহীন বকাবকি না ক'রে। মণি ভারী চালাক মেয়ে। নিজের বালিশ এনে মাথায় গুঁজে দিলো বাবু সাহেবের।

[ষোল]

সময়ের গুণে ট্রেণেরও মাথা বিগড়ে গেছে। লোকে বলে না ট্রেণের টাইম। প্রভাতে উঠে ময়ুরের ডাক শুনে চম্‌কে উঠলো। হাজার হাজার ময়ূরেয় ডাক কখনো শোনেনি। প্রাণখোলা তাদের চীৎকার! রাস্তাঘাট জয়পুরের যেমন সুন্দর হ'তে হয়। পথের দু'ধারে এক ধরণের সব পাকা বাড়ী: কারুকার্য্য আগেকার কালকে দিচ্চে স্মরণ করিয়ে। উটের গাড়ী। উটের শ্রেণী মনে করিয়ে দিলো, এ রাজপুতনা,—এ মরুভূমির দেশ! বড় বড় নিমের গাছ বাতাসে কেবল দোল খাচ্চে। নিম যত তেতোই হোক না কেন, তার বাতাস নাকি শুনি, ভারী মিষ্টি, উপকারী। উটেও ভালবাসে এর ডালপাতা খেতে। এক মাছি ছাড়া এখানকার সবই সুন্দর!

জয়পুরের গোবিন্দজিউএর পুরোহিত বাঙালী। দুলালকে দেখে সম্ভাষণ ক'রলো। মণি হেসে ব'ললো,—"আপনাদের জাত ভাই কিনা!"

মণির বাবা এই জয়পুর ষ্টেটের একজন বড় কর্ম্মচারী। দুলালের জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে দিলো ব্রাহ্মণেরা।

প্রসাদ মাথায় ঠেকিয়ে ব'ললো,—"এতো হিঙের গন্ধ! এ আমার চ'লবে না।"

বাবুর বাড়ীতে দু'বেলা রুটি। দুলাল ব'ললো,—"ভাত না হ'লে আমি বাঁচবো না।"

পনর দিনের মধ্যে মাছের মুখ দেখিনি। একদিন মণি বিস্ময়-আকুল চোখ দু'টো তুলে ব'ললো,—"মাষ্টার সাহেব! আপনারা মাছ খান?"

উত্তর দেওয়ার মানে একজন চোর না হয় ডাকাত, নিজের মুখে দোষ স্বীকার করা।

সে কথার জবাব না দিয়ে ব'ললো,—"আমাকে হিন্দি শেখাতে হবে, কেমন পারবে?"

নিজে মাষ্টার হ'তে পারবে এত বড় লোকের! ভারী খুসী!

—"আমি প'ড়াতে পারবো না। আপনার হিন্দি ভুল হ'লে, ব'লে দিতে পারবো। মাষ্টার বাবু, আমার মা আপনাকে লজ্জা করেন কেন? ট্রেণে ত কথা কইছিলেন?"

এর উত্তর মাষ্টারের কাছে না থাকায় চুপ ক'রে রইলো।

মাকে আমি ব'লেছিলাম—"কথা শেষ হ'তে পেলো না মণির, বাবা সামনে এসে দাঁড়ালেন।

মাষ্টার উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার ক'রলো। ভারী গলায় প্রশ্ন ক'রলেন,—"তোমার কোন অসুবিধা হ'চ্চে না ত?"

আধ মিনিটও নয়। চ'লে গেলেন তাঁর কর্ত্তব্য সেরে।

—"মাষ্টার বাবু। আপনি বাবুজিকে ভয় করেন কেন?"

এবার দুলালের হাসি এলো, এইটুকু বয়সে বিচার শক্তি দেখে।

—"আপনি রোজ রোজ উঠে দাঁড়াবেন না!

দুলাল শুধু হাসে, কথা বলে না। সামনে একটা ছোট গোলদারীর দোকানে একটি পাঞ্জাবী মেয়েকে দেখে। বেশীর ভাগ সময়েই সেই মেয়েটি দোকানের কাজ চালিয়ে চলে। তার হাব ভাব, কথাবার্ত্তা শুনতে ভাল লাগে দুলালের। দিনে দু' পয়সার চিনি দু'বারে আনে। এদেশে এসে সরবৎ খাওয়া অভ্যাস হ'য়েচে। একবারে আনলে রাখবে কোথায়? মণি জানতে পারলে চোখ পাকিয়ে বলে,—"মাষ্টার বাবু! আপনি কেন কিনতে যান? মাকে ব'লে দেবো।"

মাষ্টার হেসে বলে—তোমাদেরই ত সব খাচ্চি। সরবৎ দু' বেলা বাড়ী থেকে আসতে লাগলো। দুলাল বিড়ি ধ'রলো। দু' এক টান দেয়, আবার কিনে আনতে হয়।

মণি বলে,—"বাবুজির কাছ থেকে আমি আনিয়ে দেবো। আপনি কেন কিনতে যাবেন?"

মধ্যে কেবল বড় রাস্তা। ঠিক সামনা সামনি। বয়সে অনেক বড় হ'লেও মণির বন্ধু। কারণ তার নামও মনুয়া।

জোর গলায় ডাকে,—"ও মনুয়া—মাষ্টারের কাছে বাংলা পড়বি! আয়, আমাদের বাড়ী।"

সে আসে না লজ্জা ক'রে। হাসে মাষ্টারের দিকে সুন্দর কাজলপরা চোখ তুলে। মণি বলে—তার বিয়ে হয়নি। বর জুটচে না।

একদিন একসের ছাড়ান বাদাম নিতে গিয়ে দুলাল পাঁচ টাকার নোট দিয়ে ফেললো। মনুয়া বাকী দাম ফিরে দিতে গেলে, নিলো না, হাসলো। মনুয়া লজ্জায় রাঙা। বাঙালীকে তার চোখে ধ'রলো। দুলাল এপারে রাস্তার ধারে বারান্দায় ব'সে থাকলে সে দোকান থেকে ন'ড়তো

না। খরিদদারকে জিনিষ দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে দেখতো। দুলালের চোখে চোখ প'ড়লেই নিতো নামিয়ে।

মণি হাত ধ'রে মাষ্টার বাবুর ক'রতো টানাটানি, ব'লতো "মাষ্টার বাবু, চলুন বেড়িয়ে আসি। এখানে রাতদিন কেন বসে থাকেন!"

মাষ্টারবাবু বুঝিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিতো। সে বুঝতো মাষ্টারের বেড়ান বুঝি একটা অপরাধ।

জ্যোৎস্নায় সারা জয়পুর সহর যেন হাসিতে ভ'রে আছে। এদেশে মেঘ দেখা যায় কম। বছরে খুব কম দিন মেঘ এসে উৎপাত ক'রতে সময় পায়। দুলাল মণিকে প'ড়িয়ে পায়চারি ক'রছে সদর রাস্তায়। দোকান ঘরের চেনা মানুষটিকে নজর প'ড়চে। সন্ধ্যার ভীড় কমে গেছে। সে এখন একা। তার বাপ-মা এই সময়টা যায় গোবিন্দ-জিউর বাড়ী পরকালের কিছু সঞ্চয়ের ভরসায়। হঠাৎ চেনা বাঁশীর স্বর তার কানে গেল

"—ও বাঙালীবাবু! আসুন না এখানে?"

অচেতন দুলাল বাঁশীর শব্দ অনুসরণ ক'রে চ'ললো। দেখে এতদিন যাকে চেয়েছে মনে প্রাণে সে আকুল হ'য়ে আকাঙ্ক্ষা ক'রচে তাকেই। কাছে গিয়ে কথা বলার সময় পেলো না। মনুয়া দুই বাহু দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধ'রলো। বাঁধন এত শক্ত ছাড়ায় কার সাধ্য! দুলালের হুঁস ফিরে এলো যখন বাপ মায়ের কথার শব্দ কানে গেল। বাঁধন ছাড়ান কি সোজা কথা! গায়ের সব শক্তি দিয়ে বেরিয়ে এলে বাইরে। পালিয়ে এলে চোরের মত। বাপত' কে,—কে' ক'রলো পাঁচ সাত বার। জবাব দেবে যে, সে তখন হাতের বাইরে।

মণি খুব সকালে ওঠে। মাষ্টারকে এসে জ্বালিয়ে খায়। আজ এলো

অনেক বেলায়, মুখ ভার ক'রে ব'ললো মাষ্টারকে,—"কাল রাত্রে আপনি আমার বন্ধুর বাড়ী গিয়েছিলেন ?"

দুলাল চম্‌কে উঠে চুপ ক'রে গেল। ছোট্ট মেয়ে কাছে মিথ্যা ব'ললো না।

—"আমার বন্ধুর মা বাবা আপনাকে চিনে ফেলেচে। আমার বন্ধু হাজার বার নাম ক'রেছে আপনার। ব'লচে বাঙালীবাবু,—। সে যে পাগল। লোকে বলে হিষ্টিরিয়া। তিন চার মাস এমনি থাকবে। সেই জন্যত, বিয়ে হয় না।"

মাষ্টারের মুখে যেন কে কালি ঢেলে দিলো একটিও কথা নাই। ছাত্রী দুই বাহু দিয়ে গলা ধ'রে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ব'ললো,—"মাষ্টার সাহেব। আপনি এখুনি আপনার নিজের দেশে পালিয়ে যান। বাবার কাছে নালিশ ক'রলে তিনি খুব অপমান ক'রবেন আপনার।"

ভাববার সময় দিলো না, জোর ক'রে দিলো তাড়িয়ে। ট্রেণে ব'সে ছেলে মানুষের মত কাঁদতে লাগলো দুলাল। পাশের লোক ভাবলে কেও বা সদ্য মারা গেছে।

[সতের]

হরির দরজায় এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো দুলাল। বাসা নিলো একেবারে হরিদ্বারের গঙ্গার ঘাটের উপর। সারা দিন ব'সে ব'সে গঙ্গার ধ্বনি শোনে। পাঞ্জাবী শিখ এই বাড়ীর মালিক। তিনি 'লিজ' দিয়েচেন তাঁর একজন চেনা স্বজাতীয়কে। খাটিয়ার পর্য্যন্ত ভাড়া। রান্না নিজে ক'রে খেতে হয়। হোটেল তেমন ভাল নয়। এক একখান ঘরে দশ পনের জনের কম যদি লোক থাকে! এই পাঞ্জাবদেশীয় লোকেদেরই ভাড়া দেওয়া সার্থক। দুলাল একা একখান ঘরে। বাড়ীর ভিতর ঢুকতেও ইচ্ছা করে না। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নোংরামির অন্ত নাই। তাদের বাহিরটাই কেবল চক্‌চকে।

বিকেল বেলায় ঘাটের উপর চলে কার সাধ্য! প্রজাপতির মত রঙ বেরঙের সাজ সেজে চ'লেচে মেয়েরা কেবল দলে দলে। চোখে কাজল, লম্বা আস্তিন জামা, নকল ক'রেচে এদেরই কাছ থেকে —আমাদের বাঙালী মেয়েরা।

সাণ্ডেল পায়ে না দিয়ে বেড়ান এদের রেওয়াজ নাই। দুলালের মনে প'ড়লো কাশীর ঘাটের কথা। সে যেন আমাদের নিজস্ব। এখানে কথকতা, গান, স্থানে স্থানে চ'লেছে পুরোদমে। শুনবার লোকের অভাব নাই। মঞ্চ থেকে গান আরম্ভ হ'লেই মেয়েরা তাতে যোগ দেবেই। সুর তাদের সাধা। বিকেল থেকে রাত অবধি একটি বিরাট মেলা। অসময়েও আম, আসে পাহাড় থেকে। গামছায় বেঁধে পাঞ্জাবীরা ছেড়ে রেখেছে গঙ্গার জলে, আমের গরম ছুটিয়ে দেবার জন্য। পলকে তার সদ্ব্যবহার। আঁটি, চোকা প'ড়ে থাকে সিঁড়ির

উপরেই—মানুষের ব'সবার জায়গায়। গঙ্গায় কিছু ফেলা নাকি অপরাধ!

দুলাল সন্ধ্যার দিকে একলাটি এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে বড় ঘড়ির কাছে। ঠিক আরতির সময় ঘড়ি বেজে চলে, ততক্ষণ হয় গঙ্গা-মাইর আরতি। স্থান আর সময়ের গুণে মানুষ ভুলে যায় নিজের কথা। পাতার নৌকায় ভেসে চলে হাজার প্রদীপ। জানি না, ছেড়ে দিবার সময় প্রার্থনা করে কিনা—আমার ভিতরেও এমনিভাবে জ্বলে ওঠো, ওগো শিখা! সারা গঙ্গা আলোয় আলো! সাধুরা আসন ক'রে ব'সে আছেন ধুনি জাগিয়ে! তাঁদের মুখে এক কথা,—"ভাণ্ডারা দেও বাচ্চা, সাধুকো খিলাও!"

বিকেলের দিকে নেঙটিপরা সাধু হজমি চূর্ণ দিয়ে যায়। মুখে লাগলেই দাম চায়। গঙ্গার জল কী এত ঠাণ্ডা! নেমে মনে হয় আর বুঝি উঠতে পারবো না। এতো স্রোত, বুঝি বা টেনে নিয়ে যায়! যাত্রীর সুবিধার জন্য শিকল বাঁধা আছে। যেন কেও ভেসে না পড়ে। দুলাল ভাবচে যদি হাত ছেড়ে যায় কোথায় গিয়ে ঠেকবো! আমাকে ধ'রবারই বা আছে কে! হঠাৎ শুনতে পেলো একটা চেনা মানুষ ডাকচে উপর থেকে। উপরের দিকে চেয়ে মুখ ফিরাতে পারলো না। সমগ্র বিশ্ব যেন কেঁদে উঠলো এক সাথে।

"আমি রতন। আমাকে চিন্‌তে পারো?"

ভিজে কাপড়ে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো,—"দিদি!"

মুখের কথা মুখেই র'য়ে গেল। রতন যথাসম্ভব মুখের ভাব ঠিক রেখে ব'ললো;—"আমার পুতুল খেলা সাঙ্গ হয়েছে ভাই। মা ছোট থেকে আমাকে ধমক দিতেন। ব'লতেন—মেয়েটা খেলার জন্য খাবার ভুলে যায়। আজ আমি স্বাধীন—মুক্ত!" কথার মোড় ফিরিয়ে ব'ললো,—"এসো আমার সাথে, ভিজে কাপড়ে অসুখ ক'রবে যে।"

একটি কথা না ব'লে দুলাল চ'ললো পিছু পিছু। বাড়ীর ভেতর প্রবেশ ক'রে ব'ললো,—"ভাই! আজকের মত আমার কাপড়ই পর; পরে তোমার সব নিয়ে এলেই হবে।"

কোন কথার প্রতিবাদ না ক'রে কাপড় ছেড়ে ব'ললো,—"দিদি! আপনার খাবার তৈয়ারী ত'—মানুষ জন দেখচি না যে?"

রতনের এবার হাসি এলো, ব'ললে,—"মস্ত বড়লোকের বাড়ীতে প্রথম মেয়ে হ'য়ে জন্মালাম, কত আদর—কত কোলাহল! যেখানে গেলাম, সেখানে আরও বেশী। আদর ক'রে ডাকতো 'আমার রত্না'। সে বাড়ীর বড় বৌ। মাথার উপর কেও নাই। একছত্রের মালিক আমি। একটা মানুষের অভাবে আর কিছু ভাল লাগচে না ভাই।"

দুলাল এতক্ষণ পরে অর্থভরা চোখ তুলে চাইলে। রতন বুঝলো, উত্তর একটা না দিলে নয়, সেইজন্য ব'ললো,—"আমার তিনি কী ছিলেন, লোকে জানলো না! লোকে জানে তিনি মাতাল,—মেয়ে মানুষের বাড়ী যেতেন। এর বেশী তাঁর সম্বন্ধে কেও খোঁজ রাখতো না। তুমি তাঁকে একটু চিনেছিলে। যাবার সময় আমার হাত ধ'রে ব'লে গেলেন—'রত্না, আর কত দিন! আবার এক হব!! তখন দোষ দেখতে পাবে না।' সত্যি ব'লচি, আমি তাঁর সব কিছু গুণের ব'লে জানতাম। দোষ তাঁর একটা, কেবল ডুবে' জল খেতে জানতেন না।"

খাওয়া দাওয়ার পর ব'ললো,—"দিদি! হোটেলে গিয়ে একটু বিশ্রাম করি, বিকালে আবার আসবো।"

মুখ নামিয়ে রতন জবাব দিলো,—"তোমাকে কাছে রাখার আর অধিকার নাই ভাই। একটা মানুষ চ'লে গিয়ে আমাকে এমন খালি ক'রে গেছে যে, মনে হয় এ দুর্গ অরক্ষিত।"

দুলালের চোখে জল না প'ড়লেও আকুলি বিকুলি ক'রতে লাগলো ভিতরটা। চ'লে গেল মাথা নামিয়ে। মনে ক'রলো চোখ বুজে' ঘুমিয়ে প'ড়বে, দুনিয়ার আর কিছুই দেখবে না চোখ মেলে। চোখ বুজতেই দেখে, পটলবাবু হাসতে হাসতে হাজির। তাকে নিয়ে কত কৌতুক! নিরহঙ্কার, অভিমানশূন্য সেই বড়লোকের দুলাল। কারও মনে এতটুকু আঘাত দিতে নারাজ। নিজে অপরাধী ব'লে বৌর কাছে কত ছোট! অকপটে সব দোষ স্বীকার ক'রে চোরের মত থাকে।

ইচ্ছা হ'ল দুলালের, কাঁদতে কাঁদতে পালায়। কিসের জন্য মানুষ এত আপনার ভেবে সংসার ক'রচে!

— 'এত বেলা অবধি ঘুমিয়ে আছো ?"

"না দিদি, এমনি প'ড়ে আছি।" এই ব'লে উঠে প'ড়লো হুড়মুড় ক'রে।

"কাল তোমাকে নিয়ে হৃষিকেশ, লছমনঝোলা ঘুরে আসবো।"

"আপনি আগে যান নাই ?" হেসে জবাব দিলো রত্না— "পাপ মুখে ব'লতে নাই, তোমার সঙ্গে যদি যাওয়া হয় তবে সাত বারে প'ড়বে।"

"আচ্ছা, বলার জন্য কি দোষ আসে ?"

"ভাল কাজ ক'রে কি ঢাক পিটুতে আছে ?,'

কথা থামিয়ে ছেলে মানুষের মত আব্দার ক'রে ব'ললো দুলাল— "আপনি এখানে কেন বাড়ী, ঘর-দোর ছেড়ে এলেন ? বাড়ীতে থা[illegible] কি আপনার ধর্ম্মকর্ম্ম হ'তো না ?"

রতন দুঃখের হাসি হেসে জবাব দিলো,—"তোমাকে একটা প্রশ্ন করি,—গান শুধু গলায় গাওয়া চলে জানি, কিন্তু একটা সুরের সাহায্য থাকলে ভাল হয় কিনা বল দিকি ? এখানেও তাই। শুনি যেন বিশ্বপ্রকৃতি

নিরন্তর তান ধ'রে ব'সে আছেন। নিজেকে ঢেলে দিতে মনে হয়। সব কিছু ভুলিয়ে দেয়।"

পরের দিন হৃষীকেশ, লছমনঝোলা গিয়ে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব ক'রলো ছুলাল—সেখানের শব্দ একবার কানে গেলে, জেগে না উঠে এমন মানুষ নাই বল্‌লেই হয়। কোন্ অতীত যুগে লক্ষ্মণের বৈরাগ্য জন্মেছিল ইন্দ্রজিতকে নিধন ক'রে। তখন স্বাধীন দেশের স্বাধীন নরপতির সহোদর তিনি। গুরু ব'ললেন,—ইন্দ্রজিতের মত লোককে যুদ্ধে হত্যা ক'রলেও মনে দাগ ব'সবে না, যদি কিছুদিন উত্তরাখণ্ডের ঐ স্থানে গিয়ে তপস্যা কর। আজকাল তো লোকালয়ে দেখা যায়, সন্দেশ, মেঠাই-এর দোকান ব'সে গেছে। যাত্রীর কোলাহলে মুখরিত। কতদিন আগে ঝোলায় চ'ড়ে পার হয়েছিলেন লক্ষ্মণ। আজও নাম চ'লে আসছে 'লছমনঝোলা'। মনে প'ড়লো অভুক্ত কালো কম্বল পরিহিত সাধুর কথা। একটা মাত্র মানুষের নিষ্ঠায় কী না সম্ভব!

রাস্তার ছু'ধারে দেখে রক্তস্রাবী ক্ষতস্থান দেখিয়ে কুষ্ঠরোগী যাত্রীদের করুণা জাগাবার চেষ্টা ক'রচে। একজনকে দিলে আর রক্ষা নাই।

বদরীনারায়ণ যাবার রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে রতন ব'ললো,— "আমার মনে কি হ'চ্চে জানো ভাই, আমাদের সকলকে ফেলে রাজা যুধিষ্ঠির স্বর্গে চ'লে গেলেন।"

রতনের ছুই চোখ বেয়ে জলের ধারা। ভাবের আবেগে ছুই হাত ধ'রে ছুলালকে ব'ললো,—"লক্ষ্মী ভাই আমার! আমাকে ক্ষমা কর তুমি। আমার ভুল তিনিই আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন। ম্যানেজার বাবুর বাড়ীতে থাকতো সেই মেয়েটাই এই কাণ্ড বাধালো। আমরা তাঁকে কিছুই জানাতাম না, সব তিনি বুঝতেন। অমন আপনার জনকে হারিয়েও মানুষ বেঁচে থাকে কী ক'রে ছুলাল?"

দুলালের মুখে কথা স'রলো না। একটা পাথরের উপর ব'সে রতন ফু'লে ফু'লে উঠচে।

[আঠার]

ভৈরববাবু চালিয়ে আসচেন ঠিক একই নিয়মে। যুগ যে কত এগিয়ে চ'লেচে কে তার খবর রাখে! উপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে কেবল হুকুম ক'রেই চ'লেচেন। বড় জামাইএর মৃত্যু সংবাদে এ বাড়ীতে একটা অশান্তির ঝড় উঠেচে। গিন্নীমা এখনও বিছানা ছেড়ে উঠেন নি। কর্ত্তা বিষয়ী লোক; তিনি জানেন, শোক ইত্যাদি তুচ্ছ পদার্থ নিয়ে মেয়েদেরই থাকা পোষায়। যদিও একটু আধটু শোক হবার উপক্রম হ'য়েছিল, কিন্তু সময় পাননি মেয়ের একখান চিঠি পাওয়ার পর। সে লিখেচে,—

"বাবা, আমার মন ভাল নাই। এ বাড়ীতে থাকতে পারলাম না। এ দশা নিয়ে আপনাদের কাছে যেতে পা স'রলো না। আপনি সব ভুলে যদি সম্পত্তির ভার না নেন, আমার শ্বশুর কুলের নাম ডুবে যাবে। আমি তীর্থে চ'ললাম। মেয়েটিকে পাঠালাম আপনার কাছে। মন ভাল হ'লে আসবো আবার। মাকে মুখ দেখাতে পারলাম না। তাঁকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা ক'রবেন।

আপনার মেয়ে

রতন

যাঁরা দান-সাগরের কাজ করেন দশ দিনে, তখন তাঁরা বুঝতে পারেন শোক ক'রে প'ড়ে থাকার মানে! কন্যার মস্ত বড় বিষয়ের ঝঞ্চাট এই বয়সে ভৈরববাবুর ঘাড়ে এসে প'ড়লো। নায়েব, গোমস্তা নূতন মনিবের কাছে এসে তটস্থ। তারা বুঝলে, ইজ্জত নিয়ে হিসেব দিয়ে পালাতে পারলে মান বাঁচে। তাদের সুদিন চ'লে গেছে। বাবু হুকুম দিলেন—"এইখানেই হবে সদর কাছারী। বিলেত থেকে যদি ভারত শাসন সম্ভব হয়, তবে এই গদিতে ব'সেই জামাইএর সম্পত্তি দেখা কেন অসম্ভব হবে?"

উপরের বারান্দায় ভৈরব বাবু পায়চারি ক'রচেন, এমন সময় দেখলেন একটা সুন্দরী মেয়ে গেটের সামনে এসে দাঁড়ালো। গরুর গাড়ীর ভিতর থেকে নামলো সে। দারোয়ান খবর দিতেই হুকুম হ'ল নিয়ে আসার। উপর থেকে মেয়েটাকে এক নজরে দেখেই চোখ আর পারলেন না ফিরাতে। মনে হ'ল যেন তাঁর বড় মেয়ে আসচে আগের দিনের মত। উপরে এসে ডাকলেও ঠিক তারই মত বাবা ব'লে। পাষাণ চিরে জল এলো। কোন গতিকে সামলে নিয়ে ব'ললেন,—"কি মা! তোমার কি কাজ?"

"বাবা! আমি একটা গুরুতর কাজ নিয়ে এসেছি। আপনাকে, মাকে এখুনি আমাদের সাথে 'আগ্রা' সহর যেতে হবে।

দুই চোখ কপালে তুলে মৃদু হাসলেন,—"তোমার পরিচয় পেলাম না যে?"

সন্ধ্যা মাথা নামিয়ে ব'ললো,—"সন্ধ্যা"

ভৈরব বাবু চমকে উঠে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সন্ধ্যা সমস্ত দেখেও অবুঝ সাজলো। ভয় না ক'রে সহজ ভাবে প্রশ্ন করলো,—"বাবা! ছোট জামাই এখান থেকে চ'লে গেলেন কেন?"

ভৈরব বাবু অনধিকার চর্চ্চা দেখে বিস্মিত হ'লেন। তবুও দুটো কথা ব'লে দায় সারলেন,—"ঐ পাগলাটার কথা আমার কানে কেও তুলো না। বোধ হয় তার সংবাদই এনেছো ?

জলভরা চোখ তুলে সন্ধ্যা ব'ললে,—"আপনার নায়েব-দেওয়ানকে একবার ডাকতে পাঠান। তিনি বরাবর ধাপ্পা দিয়ে চ'লেচেন আপনাদেরকে। আজ মুখের সামনে প্রমাণ করে দেবো।"

ভৈরব বাবুর মাথায় রক্ত ছুটে উঠলো। ড্রয়ার থেকে ভরা পিস্তলটা নিজের হাতে নিলেন। মনে প'ড়লো কিছু দিন আগেকার অনেক কথা। নায়েব-দেওয়ানের ভাইপোর সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে হ'য়েচে ঠেলায় প'ড়ে। তার ফল ভোগ ক'রতে হ'চ্চে হাড়ে হাড়ে! এই মেয়েটা আবার নূতন কি জোচ্চোরি ধ'রে দেবে তাঁর প্রিয় বিশ্বাসী কর্ম্মচারীর। দারোয়ানকে হুকুম ক'রলেন নায়েব-দেওযানকে ডেকে আনার।
এতদিন বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ ক'রেও দাঁড়াতে পারে না ব্যাচারা।

সন্ধ্যা প্রশ্ন ক'রলো,—"দুলাল বাবু আপনার ভাইপো, এ কথা কি আপনি ঠিক জানেন ?"

থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল চুপ ক'রে। চেয়ে দেখে, তাঁর মনিবের চোখে দাবাগ্নি জ্বলে উঠেচে। ব্যাচারা প্রকৃতই বাড়ীর কোন খবর রাখতো না। যাও বা জানতো, গুলিয়ে গেল। ভৈরব বাবু সমস্ত দোষ নায়েব-দেওযানের ঘাড়ে দিয়ে মুক্তি নিতে চান। এতদিনে তিনি যেন প্রকৃত দোষীকে পেলেন দেখতে।

"দেখ দেওয়ান! তুমি ঠিক ক'রে বলো, তোমার ভাইপো তুমি জেনে এই কাজ করেচো কিনা ?

সে ব্যাচারা ভয়ে ভয়ে ঠিক কথাই বললো,—"আমি ছেঁড়াটার কথায় বিশ্বাস ক'রেছিলাম। আমি নিজে তাকে দেখিনি, চিনতামও না।

একসাথে যেন দশ হাজার বজ্রাঘাত হল। এত বড় একজন অভিমানী মানুষের কুল-মর্য্যাদা, সম্মান ধূলায় লুটিয়ে গেল। পিস্তল পরের পর আওয়াজ হল ছয়বার। অনেক দিনের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী বাড়ীর লোকের চার পাঁচ বার নাম ক'রে শেষ নিঃশ্বাস ফেললো।

এত বড় একটা নাটকীয় ঘটনা শেষ হ'ল দশ মিনিটের মধ্যে। লাস সামলিয়ে ফেলা হ'ল। কাক কোকিলেও টের পেল না। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে মিশলো!

বাবুর মাথায় তখনও আগুন ছুটচে! প্রশ্ন করলেন, - তুমি কি জানো বলো এইবার।

সন্ধ্যা তখন কেঁদে আকুল, বললে,—আপনি নরহন্তা! এতদিন জানতাম আপনি একজন প্রকৃত বিচারক। আপনার মুখ দর্শন ক'রলেও নরক হয়। দুলাল বাবু ঠিকই বলেন,—"বড় লোক এক আলাদা জাত।"

অত বড় দাম্ভিক লোকেরও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল।

"আমি প্রকৃত কথা তোমার কাছে জানতে চাই।"—সারা অঙ্গ কাঁপচে বাবুর। মুখে আর ভাষা জোগাল না।

সন্ধ্যা চোখের জলে ব'লে চ'ললো.—"ওঁদেরই বংশেরই ছেলে ও, ঠিকই জানতো না ব্যাচারা। কী ভুল ক'রলেন আপনি! এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত একদিন ক'রতেই হবে।"

"তুমি কি ক'রে জানলে ওদের বংশের ছেলে?"

বাবুর দিকে চাওয়া চলে না। সে যেন আর এক মানুষ। সন্ধ্যার চোখে জলের স্রোত ব'য়ে চ'লেচে। ব'লে চ'ললো সেই স্রোতে গা ভাসিয়ে.—"আপনিও নাম জানেন বোধ হয় ননতু বাবুর। ও নামের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি আপনাদের স্বজাতীয়দের মধ্যে একজনই আছেন। তাঁর ছেলে দুলাল বাবু। আপনাকে বেচে কিনতে পারেন তিনি। বাবার

টাকার গরম সহ্য ক'রতে না পেরে পালিয়ে বাঁচতে এসেছিলেন তাঁর দূর সম্পর্কের কাকার কাছে।''

কথাটা ভৈরব বাবুর কাণে গেল কিনা বুঝা গেল না। কাঁপচে থর থর ক'রে অত বড় বিরাট শরীর—ভেঙ্গে প'ড়বার আগে যেন বটগাছ। দারোয়ান এসে একখানা টেলিগ্রাম হাতে দিয়ে গেল। তাঁর মেয়ে তার ক'রচে।

"বাবা মাকে নিয়ে শীঘ্র আসুন। দুলালকে পাওয়া গেছে। আমি আটকে রেখেচি। রাত্রি যেন সঙ্গে আসে। সে মস্ত বড় লোকের ছেলে। হরিদ্বার।"

বাড়ীর লোকের ঘটনা শুনতে কারও বাকী নাই। রাত্রি দাঁড়িয়েছিল, ছুটে গিয়ে মাকে সংবাদ দিলে। মাও বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বাড়ীতে মহাকাণ্ড! দশ মণের বেশী সন্দেশ পাওয়া গেল না। সমস্ত স্থান জুড়ে একটা আনন্দের হুল্লোড়!

ভৈরব বাবু কিন্তু নীরব! তিনি তার ক'রলেন মেয়ে জামাইকে,—'আমাকে যদি দেখতে চাও, তোমরা দু'জনে একবার আসবে।" পরের পর তার গেল চারখান।

বিধবা মেয়ে, ধনী জামাই। বাড়ীতে এসেই শুনলো বাবার মৃতদেহ এইমাত্র শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হ'য়েচে। মোটর ছুটে চ'ললো শ্মশান-ঘাটে। ঘাটে গিয়ে দেখে মহাবীর শুয়ে আছেন। ছেলে দু'জন আছে মাথার কাছে। মুখ খুলতেই কেঁদে উঠলো সকলে।

দুলাল স্পষ্ট দেখলো যেন তাঁর শ্বশুর কাঁদ কাঁদ মুখে ব'লচেন,—'আমার অনেক কথা জানাবার ছিল। তোমরা একটু আগে আসতে পারলে না!—আমি যে অপরাধী।"

রতন না কেঁদে বাবার মুখে চুমো দিতে লাগল। দুলাল দেখলো পায়ে হাত দিয়ে ব'সে আছে দুটো পাথরের মুর্ত্তি,—সন্ধ্যা ও রাত্রি।